NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ তৃণমূলের মস্তানির দিন শেষ: অর্জুন সিং

এসআইআর শুরুর দিনই উত্তেজনা ২

কলকাতা ৫ নভেম্বর ২০২৫ ১৮ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.11.2025, Vol.19, Issue No. 144, 8 Pages, Price 3.00

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ধাক্কা মালগাড়িতে, বিলাসপুরে বলি অন্তত ৯

রায়পুর, ৪ নভেম্বর: মঙ্গলবার বিকেলে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে যাত্রিবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির সংঘর্ষ। ঘটনায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ন'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। তবে রেলের তরফে এখনও হতাহতের কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে রেল। গুরুতর জখমদের জন্য ৫ লাখ ও সামান্য জখমদের জন্য ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে রেল।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ গেবরা রোড এবং বিলাসপুরের মাঝে লালখাদানের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, লাইনে একটি মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় যাত্রিবাহী ওই ট্রেনটি একই লাইনে চলে আসে। তার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে গিয়ে মালগাড়িটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মালগাড়ির উপরে উঠে যায় যাত্রিবাহী ট্রেনটির একাংশ। দুমড়েমুচড়ে যায় ট্রেনের প্রথম কামরাটি।

জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন লোকো-পাইলটের। কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। তবে ঠিক কী ভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

দুর্ঘটনার কারণে আপাতত পুরো রুট জুড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহু ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। অন্য রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু দূরপাল্লার ট্রেন।

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে মালগাড়ির ওপরে উঠে এসেছে যাত্রিবাহী ট্রেন।

নথি জালিয়াতি, কমিশনে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হতেই নতুন করে বিতর্ক ছড়াল রাজ্য জুড়ে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নথি যাচাই করছে বুথ লেভেল অফিসারেরা (বিএলও)। এর মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এসআইআর বা 'স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন'-এর নথি নিয়ে চলছে জালিয়াতি, বিশেষত জন্মের শংসাপত্র সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্যের ছড়াছড়ি।

মঙ্গলবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দপ্তরে হাজির হয়ে শুভেন্দু অভিযোগ জানান, 'আমরা এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, আমাদের সঙ্গে প্রায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৭ হাজার ভোটারের আস্থা রয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি বিএলএ-২ আমরা জমা দিয়েছি, বাকিগুলোও প্রক্রিয়াধীন। কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, ফর্ম রিটার্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।'

এর পরই তিনি যোগ করেন, 'একটা জায়গায় মানুষকে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। ভোটার তালিকার ফর্মে বাবা-মায়ের নাম না লিখে কেউ যদি 'অন্য আত্মীয়' (আদার রিলেটিভ) লিখে দেন, তাও নির্বাচন কমিশনের আধুনিক সফটওয়ারে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফাদার, মাদার, গ্র্যান্ড ফাদার বা গ্র্যান্ড মাদার, এই চারটি সম্পর্কের বাইরে কিছু লেখা হলে সফটওয়ার সেটা বাউন্স করবে।'

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্যের শাসকদলকে পরোক্ষভাবে নিশানা করেই শুভেন্দুর অভিযোগ, নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গরমিল ঘটানোর চেষ্টা চলছে। এদিকে একই দিনে সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের প্রথম ধাপ। কলকাতা, হাওড়া, বাঁকুড়া, কোচবিহার, সিঙ্গুর, সর্বত্রই বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাগরিকদের নথি যাচাই করছেন বিএলওরা। কোথাও ভোটারদের বাড়ি তালাবন্ধ, কোথাও আবার নথি যাচাই নিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা প্রশ্ন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজ্য জুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে জোর কদমে। একদিকে নথি যাচাইয়ের কার্যক্রম, অন্যদিকে বিরোধী দলনেতার গুরুতর অভিযোগ, দুইয়ের মাঝেই নতুন করে জোরালো হচ্ছে এসআইআর বিতর্ক।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু উলুবেড়িয়ায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: **মঙ্গলবার থেকে এসআইআর -এর কাজ শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে প্রশাসন ও একদিকে যেমন বুথ লেভেল অফিসারদের ট্রেনিং দিয়েছে তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের দুই দফায় ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার সাত সকালেই উলুবেড়িয়ার মালপাড়ায় এক মৃত্যুর ঘটনায় এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মালপাড়ার বাসিন্দা যুবক জাহির মালের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।**

এদিন সকালে জাহিরের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জাহিরের পরিবারের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরেই সে এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে কাটাচ্ছিলেন। জাহিরের বয়স ৩০ হওয়ায় ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ওঠেনি। এদিকে বাড়িতে স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। তাঁর বাবার ভোটার কার্ড থাকলেও জাহির এই কার্ড ও অন্যান্য বিষয়ে তেমন একটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তবে ফোনের মাধ্যমে শুধু এসআইআর সংক্রান্ত খবর দেখতো আর মুষড়ে পড়ছিল বলে তাঁর স্ত্রী জানিয়েছে। পেশায় রাজমিস্ত্রি জাহিরের আয়ও খুব কম ছিল। এদিন ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার পরেই তাঁর পরিবার -পরিজন এসআইআর তত্ত্বকে সামনে এনেছে। এদিন এই মৃত্যুর খবর পেয়েই জাহিরের বাড়িতে যান রাজ্যের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। তিনি পরিবারের লোকজনের কাছে পৌঁছলে তারা মন্ত্রীর কাছে এই অভিযোগ জানান।

নাম বাদ গেলে দিল্লির সরকার কাঁপবে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযান বা স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) শুরু হতেই মঙ্গলবার পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে সংবিধান নিয়ে জোড়াসাঁকো থেকে 'ভোটাধিকার বাঁচাও' মিছিল শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। মিছিল শেষে সভা থেকে বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে মমতা ঘোষণা করলেন, 'একজন ভোটারের নাম যদি বাদ যায়, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ফেলে দেব। বিজেপি হটাও, নিজেকে বাঁচাও, এটাই আজ বাংলার স্লোগান।'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর বক্তব্য, 'যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় নেই, সেখানে টার্গেট করে ভোটারদের নাম কাটা হচ্ছে। অসমে ভোট আছে, কিন্তু সেখানে কেন এসআইআর হচ্ছে না? কারণ সেখানে বিজেপি সরকার। আর বাংলায় হচ্ছে কারণ এখানে আমরা বিরোধী। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, সাহস থাকলে আগে উত্তর-পূর্বে শুরু করুন, কুর্সিতে বসে থাকা বাবু সাহেবরা!'

তিনি আরও বলেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের নাম নেই। ১৯৮৯ সালে তিনি বিধাননগরে গিয়েছিলেন, তার আগে থাকতেন শ্যামপুকুরে। দুই জায়গাতেই ভোটার তালিকা দেখে দেখলাম, প্রয়াত সেই শিল্পীর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। এটাই প্রমাণ, কতটা অব্যবস্থা চলছে।'

সভায় মুখ্যমন্ত্রী নোটবন্দির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'বিজেপি প্রথম ক্ষমতায় এসেই নোটবন্দি করেছে। বলেছিল কালো টাকা ফিরবে। কিছুই ফিরল না, বরং লাইনে দাঁড়িয়ে একশোরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। এখন আবার সেই সরকার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।'

বিজেপির বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেও সরব হলেন তিনি। মমতার দাবি, ''পরশুদিন আমাদের তিনজন বিধায়ককে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের নামে অভিযোগ আছে, টাকা দাও না হলে সিবিআই ঢুকে পড়বে।' আমরা ভয় পাই না। এই রাজনৈতিক চাঁদাবাজির পিছনে কারা আছে, সেটা আমরা জানবই।''

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মন্তব্য, 'বাংলায় কথা বললেই কেউ বাংলাদেশি হয় না। যেমন হিন্দি বা উর্দু বললেই কেউ পাকিস্তানি হয়ে যায় না। আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক।'

সংবিধান হাতে নিয়ে এসআইআর-এর প্রতিবাদে রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মুসলিম লিগ-২ সরকার চলছে, তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলায় মুসলিম লীগ-২ এর মতো সরকার চলছে। মঙ্গলবার বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার ডাকে পানিহাটিতে আয়োজিত পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়ে এভাবেই তৃণমূল সরকারকে বিঁধলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়। বিটি রোড ধরে পরিবর্তন যাত্রা আগরপাড়ার তেঁতুলতলা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরিবর্তন যাত্রা শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়। এটি একটি পরিবারবাদী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এরা মুসলিম লীগ-২ এর মতো সরকার চালায়।

শুভেন্দুর কথায়, মহম্মদ আলি জিন্না, সুরাবর্দীরা যেসব স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে পূরণ করছেন মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই চোরমূলীদের সরকার। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না। অথচ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূল সরকার ভারত সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। শুভেন্দু আরও বলেন, এসআইআরের নাম শুনে নিউটাউনে কাজের লোকেরা হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে। বড় জাগুলিও ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা সবাই পাল্লাছে। আর তৃণমূলের নেতারা বলছেন, কেউ পালাবেন না। আমরা এসআইআর করতে দেব না। এদিন তৃণমূল নেতাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ক্ষমতা থাকলে ওরা এসআইআর আটকে দেখাক। বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানই শেষ কথা বলে। এসআইআর নিয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, যদি ওরা ভণ্ডুল করে কিংবা বিএলও-কে মারে অথবা নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে। তাহলে সেটা নির্বাচন কমিশন বুঝে নেবে।

তাঁর পরামর্শ, কেউ মারামারিতে জড়াবেন না। কিন্তু বিজেপির বিএলও-২ যদি আক্রান্ত হন। তাহলে তাঁরা সেটা বুঝে নেবেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, মতুয়ারা হিন্দু। তাঁরা বাংলায় সুরক্ষিত। তাঁদের সুরক্ষা দেওয়ার কাজ নরেন্দ্র মোদীজি ইতিমধ্যেই করেছেন সিএএ এনে। আর মমতা ব্যানার্জি এবং তার কোম্পানি সিএএ-র বিরোধিতা করেছে। তাঁর দাবি, মতুয়ারা বাংলাদেশ ছেড়েছে নিজেদের ধর্মরক্ষার জন্য। তবে হিন্দুদের নিয়ে পিসি-ভাইপোকে ভাবতে হবে না।

পানিহাটিতে আয়োজিত পরিবর্তন যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

রবিবার বর্ধমানে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুরু নানকের জন্মদিনে শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের কথা ভেবে বর্ধমানে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তা পিছিয়ে দিতে প্রস্তুত বিজেপি। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে এমনটাই জানান বিজেপির আইনজীবী। ফলে বুধবারের পরিবর্তে বর্ধমানে ওই মিছিল হবে আগামী ৯ নভেম্বর। রাজ্যের আইনজীবীও এদিন আদালতে জানান, ৯ নভেম্বর মিছিল করলে অনুমতি দিতে প্রশাসনের কোনও অসুবিধা নেই। এরপরই হাইকোর্টের নির্দেশে ৯ নভেম্বর এই মিছিল হবে। আগে যা শর্ত আরোপ করা হয়েছিল তাও বহাল থাকবে।

প্রসঙ্গত, ৫ নভেম্বর বর্ধমানের বড়নীলপুর থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করে বিজেপি। দ্বারস্থ হয় হাইকোর্টেরও। হাইকোর্টের একক বেঞ্চ মিছিলের অনুমতি দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। মামলাটি ওঠে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে বিচারপতিদের নির্দেশে ৯ তারিখ মিছিল করতে পারবে বিজেপি।

বুধবার মিছিলের বিরোধিতা করে আদালতে রাজ্য জানায়, গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী রয়েছে বুধবার। কার্জন গেট থেকে ৭০০ মিটার দূরে তিনকনিয়া গুরুদ্বার। আরও একটি চরণকমল গুরুদ্বার ৮০০-৯০০ মিটার দূরেই রয়েছে। সারাদিন ভিড় থাকবে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সারবে। আর এখানেই রাজ্যের তরফ প্রশ্ন, নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য অন্য কারও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় কি না তা নিয়ে। সঙ্গে রাজ্যের তরফ থেকে এও জানানো হয়, পুলিশ শত্রু নয়। আদালত যদি মনে করে পুলিশের সমস্ত পদক্ষেপ খারাপ, এটা কী করে হয়। অন্যদিন কর্মসূচি করা হোক। এর পাশাপাশি রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নদিয়া, শান্তিপুর-সহ একাধিক জায়গা থেকে রাসের জন্য লোকের ভিড় হয়। কার্জন গেট শহরের মধ্যিখানে। সেখানে সমস্যা হবে।

ফের তপ্ত মণিপুর, খতম ৪ কুকি জঙ্গি

ইম্ফল, ৪ নভেম্বর: মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মণিপুর। চুড়াচাঁদপুরে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি (ইউকেএনএ)-র চার জঙ্গির। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজন জঙ্গি পলাতক। তাদের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, চূড়াচাঁদপুর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খানপি গ্রামে কয়েকজন কুকি জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। এরপরই মঙ্গলবার ভোরে অভিযানে নামে বাহিনী।

ঘিরে ফেলা হয় গোটা গ্রাম। সূত্রের খবর, চিরুনি তল্লাশির সময় কোণঠাসা হয়ে পড়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। বেশ কিছুক্ষণ দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ের পর মৃত্যু হয় চার কুকি জঙ্গির।

প্রসঙ্গত, চূড়াচাঁদপুরের হেংলেপ গ্রামে গত মার্চে ইউকেএনএ-র বড় একটি শিবির গুঁড়িয়ে দিয়েছিল অসম রাইফেলস। গ্রামের অদূরে একটি জঙ্গলে জঙ্গিরা ডেরা তৈরি করেছিল। গত জুলাইয়ে কুকি ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ)-র ডেপুটি চিফকে খুন করে জঙ্গিরা। তার পর থেকেই ইউকেএনএ-বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করে নিরাপত্তাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে ইতিমধ্যেই একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'সম্প্রতি ইউকেএনএ-র জঙ্গিরা বেশ কয়েকটি জায়গায় হামলা চালিয়েছে। এক গ্রাম প্রধানকেও তারা খুন করেছে। এই অঞ্চলের শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা। ভারতীয় সেনা এবং অসম রাইফেলস নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদানে এবং গোটা মণিপুরে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এসআইআর-এর প্রথম দিনে খুশি ভোটার-বিএলও দু'পক্ষই

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের প্রথম দিনেই শহর জুড়ে সক্রিয় বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ভোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে নতুন এনুমারেশন ফর্ম। কোথাও কৃতজ্ঞতা, কোথাও আবার প্রথম দিনের ক্লান্তি, সব মিলিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি কাজের গতি নিয়েই চলছে নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ উদ্যোগ।

কলকাতা দক্ষিণ জেলার ১৫৮-নম্বর কলকাতা পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রের এক ভোটার নোশিন ফানাম জানান, 'আমার নাম নোশিন ফানাম। আমি থাকি ৪অ১বি রাজীবাদি লেন, ঘোষ পার্ক, কলকাতা,২৩, পার্ট,১৯১। দুপুরবেলা, প্রায় বিকেলের দিকে, মিস্টার এফ.পি. কামাথ এখানে আসেন এসআইআর এর জন্য। উনি আমাকে এনুমারেশন ফর্ম দিয়েছেন এবং কীভাবে পূরণ করতে হবে, সেটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখন পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। তিনি সব কিছু খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ফর্ম পূরণ করব।'

শহরের অপর প্রান্তে, কলকাতা উত্তর জেলার ১৬৬-নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলও শিউলি সাহা জানালেন, 'এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমার কমপ্লেক্সের অনেকেই বাড়িতে থাকছেন না। আমি তাঁদের নোটিস দিচ্ছি। তবু মানুষ খুবই ভালোভাবে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

কাজের অসুবিধা প্রসঙ্গে শিউলি বলেন, 'আজ প্রথম দিন, একটু ক্লান্ত লাগছে, মিথ্যে বলব না। তবে দু'একদিন কাজ করলে বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।'

নতুন ফর্মের প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি জানান, '২০২৫ সালের এই বিশেষ সংশোধনে যাঁদের ভোটার কার্ড রয়েছে, তাঁদের তথ্য আপডেট করতে হবে। আবার ২০০২ সালের পুরনো ভোটার কার্ডধারীরাও রয়েছেন। যাঁদের নেই, তাঁদের বাবা-মা বা আত্মীয়ের তথ্য দিতে হবে। আজ মূলত আমরা ফর্ম বিতরণের কাজ করছি। ভোটাররা স্বাক্ষর করে ফর্ম নিচ্ছেন। তাঁদের পরের তারিখও জানিয়ে দিচ্ছি, সেদিন গিয়ে আমরা পূর্ণ ফর্ম সংগ্রহ করব। আশা করি, সবাই সহজেই করতে পারবেন।'

ভোটার তালিকা সংশোধনের এই পর্যায়ে শহরজুড়ে বিএলওদের কর্মতৎপরতা ও ভোটারদের সহযোগিতা দেখে কমিশনের কর্তারা আশাবাদী। সকলে চাইছেন, যেন বিনা বিভ্রান্তিতে প্রতিটি ভোটারের নাম ও তথ্য সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I Ajoy Dewanjee S/o Nani Gopal Dewanjee residing at AC-282, Krishnapur, Rabindrapally, P.S-Baguiati Kol-101 declare that my name was wrongly recorded as Ajay Dewanjee in my DL No.WB0119890111299. That Ajoy Dewanjee and Ajay Dewanjee is the same and one identical person vide affidavit No.16285 in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 27/10/25.

CHANGE OF NAME

I, **Priyanka Pandit Singh** (Old name) W/o Satyaki Prasad Singh, residing at 189-B, Ramkrishna Pally, Rajpur Sonarpur, P.S. : Narendrapur, Kolkata - 700150, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Priyanka Pandit (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide Affidavit No. - 104/2025 Dated 25/10/2025. **Priyanka Pandit Singh** and **Priyanka Pandit** both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

গত 17/10/2025 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 988 নং এফিডেভিট বলে আমি **Purnima Sarkar** W/o. Late Brajen Sarkar, সাং তেলিপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামীর নামীয় হাল পর্চায় (যাহার জেলা নদীয়া, থানা ধুবুলিয়া, জে.এল.নং ৪৯, মৌজা বনগ্রাম, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৮৬ ও দাগ নং ৩২৫) আমার স্বামীর সঠিক নাম **Brajen Sarkar** S/o. Late Sudhannya Sarkar -এর পরিবর্তে **Brajendra Kumar Sarkar** S/o. Late Sudhannya Sarkar লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার স্বামী **Brajen Sarkar S/o. Late Sudhannya Sarkar** ও **Brajendra Kumar Sarkar S/o. Late Sudhannya Sarkar** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

আমি Sahanara Bibi স্বামী- Mostofa Shekh ঠিকানা- গ্রাম Paikpara পোঃ+থানা- Haroa জেলা- 24 Pgs. (N) পিন -৭৪৩৪২৫ আমার পুত্র Sk Abdul Basit এর জন্ম শংসাপত্র (নং- WB_BR_2015/20062/1/285 তারিখ-২১/০৫/২০১৫) এ আমার নাম ভুলবশত লেখা আছে Sahanara Khatun Baidya 10/10/2025 তারিখে Learned Judicial Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit (No.- 6375) বলে আমি Sahanara Bibi ও Sahanara Khatun Baidya এক অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Asit Kumar Singh, পিতা- প্রহ্লাদ সিং, গ্রাম- চকসুন্দর, পোঃ- বালকরাউত, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। আমার পুত্র Surajit Singh -এর জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজি নং ২৩৭৩/১৪ , জন্ম তাং- ২৪/০৫/২০১৪) তার নাম Surajit Sing, আমার নাম Asit Sing ও মায়ের নাম Khukumoni Sing নথিভুক্ত হয়েছিল। গত ১৯/০৯/২০২৫ তারিখে ঘাটাল কোর্টের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং-৪৪) বলে Surajit Singh S/o- Asit Kumar Singh ও মায়ের নাম Khukumoni Sing Khan করা হল। Asit Kumar Singh ও Asit Sing এবং Khukumoni Sing ও Khukumoni Sing Khan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

Change of Name

I, **MONIKANCHAN MISHRA** S/o Late Bijay Gopal Mishra residing at Arabinda nagar, P.O- Midnapore, P.S- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur declared that in my L.R. Record of rights of Mouza- Maheshpur, J.L. No. - 112, Khartian No.- 195 my name has been recorded as **BABU MISHRA** S/o Late Bijay Gopal Mishra instead of my actual / correct name with surname i.e **MONIKANCHAN MISHRA** vide affidavit No- 3412 dated 29/02/2024 Before the 1st Class Judicial Magistrate, Midnapore, Paschim Medinipur. **MONIKANCHAN MISHRA** & **BABU MISHRA** are the same & identical person.

CHANGE OF NAME

I, Moniza Shaikh W/O Safikul Sk D/O Md Monirul Hoque, R/O Vill. & P.O. Milki, P.S. Saktipur, Dist. Murshidabad, West Bengal, PIN-742163, have changed my name from Manija Manural Haque to Moniza Shaikh vide Affidavit No. 436 dated 15/10/2025 sworn Before the Judicial Magistrate, Berhampore, Murshidabad, West Bengal, so, Moniza Shaikh and Manija Manural Haque is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Saheba Molla স্বামী- Sk Alriz Islam ঠিকানা- গ্রাম- Kaukepara পোঃ- Debalaya থানা- Deganga জেলা-24 Pgs. (N) পিন-743424 আমার পুত্র Sk. Sariyan Islam এর জন্ম শংসাপত্র (নং-WB_BR_2016/ 20005/1/ 1097 তারিখ-04/04/2016) এ আমার নাম ভুলবশত লেখা আছে Saheba Islam 10/09/2025 তারিখে Ld Judical Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit (No-5348) বলে আমি Saheba Molla ও Saheba Islam এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি, **পারভিন সুলতানা**, পিতা - সেখ রুহুল আমিন, বয়স-৩৫ বৎসর, জাতি- ইসলাম, পেশা - গৃহকার্য্য, সাং - ভবানীপুর, পোঃ - মেলকি, থানা - গুড়াপ, জেলা- হুগলী, এখন হইতে **করবী দাস**, স্বামী- বিমল দাস নামে পরিচিত হইতেছি এবং উক্ত মর্মে বিগত ইংরাজী ১৪/০৯/২০১২ তারিখে লার্নেড এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী সদর অফিসে ডিক্লেরাশন করিয়াছি যাহার নং- ৪৪, তাং- ১৪/০৯/২০১২. এমতে আমি **পারভিন সুলতানা, পিতা- সেখ রুহুল আমিন** এবং **করবি দাস, স্বামী- বিমল দাস** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম ।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, লিলুফা খাতুন, স্বামী- গোলাম দস্তগীর, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R- 5120 নং দাগে L.R- 32453, 32454 - 32455 নং খতিয়ান হইতে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং 15/03/2011 তারিখে IV-82/11 এবং ইং 20/11/2012 তারিখে IV-27/12 নং আমমোক্তার নামা মূলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে 25/08/2025 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-8951/25 নং দলিলে 1.88 শতক এবং I-8955 নং দলিলে 1.88 শতক জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠু রায়, স্বামী- রানা রায়, ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R- ৯১৮ নং দাগে, L.R- 88888 নং খতিয়ান হইতে ৩.৩০ শতক জমি ইং 17/08/2018 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-239/18 নং আমমোক্তার নামামূলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে 07/07/2021 তারিখে I-5564/2021 নং দলিলে জামি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, পিতা- মৃত ঋষিকেশ বিশ্বাস, সাং - ২৩ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, থানা- বটতলা, পো:- কলকাতা, পিন- ৭০০০০৬, পক্ষে বিগত ইং ০৩/০৩/২০১০ তারিখে IV - 1234 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী প্রতিম বিশ্বাস, পিতা- শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, সাং - ২৩ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, থানা- বটতলা, পো:- কলকাতা, পিন- ৭০০০০৬, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৫/০৪/২০১২ তারিখে ০৫/০৪/২০১২ তারিখে I- 1499/12 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী পতিত পাবন দে সরকার, পিতা- মৃত দ্বিগেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার, ২) শ্রী পার্থ দে সরকার, পিতা- শ্রী পতিত পাবন দে সরকার, উভয়ের সাং - বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২২৩, মহাশয়দ্বয়, পরবর্তীকালে ১ নং কোবলা গ্রহীতা বিগত ইং ১৪/০৯/২০১৮ তারিখে I- 3244/18 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী সুব্রত ঘোষ, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাং - জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২২৩, মহাশয়, মৌজা - ১৫১ নং পূর্ববিষ্ণুপুর, খতিয়ান নং - L.R. ১১০,৩০৬,৩৪৩, ও ৬৭৬, দাগ নং - R.S.&L.R. ৬০, মোট ১৬০ বর্গফুট জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

বিজ্ঞপ্তিকারী **১)অভিজিৎ সাঁতরা** পিতা কার্ত্তিক সাঁতরা সাং রতনপুর পোঃ ডিহী রতনপুর থানা সিঙ্গুর জেলা হুগলী পিন নং ৭১২৪০৯ **২) পূজা অধিকারী** পিতা অশোক অধিকারী সাং সারদা পল্লী ১ পোঃ বামনগাছী থানা দত্তপুকুর জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, আমরা ডোমকল অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত Development Power of Attorney মূলে উক্ত অফিসের 5130 নম্বর দলিল মূলে। ক্রয় করিয়া L. R রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি, 1898/22 নম্বর আমমোক্তার দাতা গনের নাম, **1) আহাম্মদ হোসেন আনসারী** পিতা রেজাউল আনসারী **2) হাসিবা খাতুন** স্বামী আহাম্মদ হোসেন আনসারী উভয়ের সাং জয়রামপুর পোস্ট থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ। আমাদের অন্তর্গত ডোমকল থানার অধীনে ৩৮ নম্বর মৌজার রমনা এতবার নগর বসন্তপুর L.R খতিয়ান 5833 দাগ নম্বর সাবেক 2472 হাল 3078 জমির পরিমাণ 2.13 একর মধ্যে 0.0425 একর LR রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি আমমোক্তার দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা ডোমকল B.L.R.O অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন। বিজ্ঞপ্তিকারী অভিজিৎ সাঁতরা ও পূজা অধিকারী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি বন্দনা চক্রবর্তী, স্বামী- নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R- 19318 নং দাগে L.R- 43548 নং খতিয়ান হইতে 2.48 শতক জমি ইং 08/03/2022 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত- 3483/22 নং আমমোক্তার নামা মূলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং 08/04/2024 তারিখে I-3712/2024 নং দলিলে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনররূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **মিন্টু হক সরকার**, পিতা-আইনুল হক সরকার, সাং- লছমনডাবরি, পোঃ- ময়রাডাঙ্গা, থানা- ফালাকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য West Bengal Law Clerk's State Council এ আবেদন করিয়াছি। কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council. 1, Beleghata Road, Kolkata 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী কাজল রায়, পিতা- মৃত চুনীলাল রায়, থানা:- গাংনাপুর, সাং ও পো:- গোপীনগর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৮, পক্ষে বিগত ইং ০৩/১১/২০১৭ তারিখে IV- 168/17 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী মনোজিৎ কুমার দাস, পিতা- মৃত যতীন্দ্র চন্দ্র দাস, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৩/০১/২০২০ তারিখে I- 496/20 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা- শ্রী সুনীল বিশ্বাস, সাং- জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, পিন- ৭৪১২২৩, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা - ১৬২ নং জগন্নাথপুর, খতিয়ান নং - R.S.৬০৮, ও L.R. ২২৮, দাগ নং - R.S.&L.R. ২২৬, মোট ৭.১৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৫ ই নভেম্বর, ১৮ ই কার্তিক। বুধবার। শুক্ল পক্ষের কার্তিক পুর্নিমা তিথি, অশ্বীনি নক্ষত্র। জন্মে মেষ রাশি, অষ্টত্তরী শুক্র এর মহাদশা, বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শ্রীশ্রী কৃষ্ণের রাস যাত্রা । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। মন্বন্তরা স্নান । গুরু পুর্নিমা। গুরু নানকের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। পরেশনাথ উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃণমূলের মস্তানির দিন শেষ: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিএলওদের নিজেদের দলীয় কার্যালয়ে বসে কাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ব্যারাকপুর পুরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ডে নিজেদের পার্টি অফিসে বসে বিএলওদের কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন কাউন্সিলর-সহ তৃণমূল নেতারা। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

তাঁর অভিযোগ, ব্যারাকপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন কুমার দে ওরফে তোতা বিএলওদের নিজেদের কার্যালয়ে বসে কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন। তা নিয়ে ওই কাউন্সিলারের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসাও হয়েছে। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক ও বিডিও আগমার্কা তৃণমূল। তাই অঙ্গনওয়ারি কর্মী থেকে শুরু করে আশাকর্মী, পুরসভার ঠিকা কর্মী যারা তৃণমূলের নেতা-নেত্রী, তাঁদেরকে বিএলও করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে তাঁরা ছবি-সহ তথ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন।

পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা আরও বলেন, বিএলওদের বাড়ি বাড়ি ঘরে ফর্ম বিলি করে জমা নেওয়ার কথা। কিন্তু তৃণমূলের পক্ষ থেকে নিজেদের দলীয় কার্যালয়ে বসে কাজ করার জন্য বিএলওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, আসলে তৃণমূল ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এদিন তিনি বরানগর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জন পালকে নিশানা করেছেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেছেন, উনি তো বিজেপি কর্মীদের বেঁধে রাখার নিদান দিচ্ছেন। ওঁর বোঝা উচিত তৃণমূলের রঙবাজি, মস্তানির দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতার কথায়, তাঁদের দলটা আমিষাশী হলে, এই মুহূর্তে শাসকদলকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যেত। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কথায় আছে, ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি। সেই অবস্থা এখন তৃণমূলের। ফাঁকা কলসিতে বিজেপি জল ভরে দিলে ওরা আওয়াজ করতে পারত না।

পরিচয়পত্র ছাড়া বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন বিএলও !

এসআইআর শুরুর দিনই উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বীক্ষণ (এসআইআর) কার্যক্রম শুরু হতেই হাওড়ায় দেখা গেল অপ্রত্যাশিত চিত্র। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার যাচাই করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়লেন এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪ নম্বর বুথে ওই ঘটনা ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচয়পত্র না-দেখিয়ে ভোটার তালিকা যাচাই করতে আসায় সন্দেহে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। এক বাসিন্দা প্রশ্ন তোলেন, 'যিনি এসেছেন তিনি সত্যিই বিএলও কি না, সেটা আমরা বুঝব কী করে? পরিচয়পত্র না-দেখালে আমরা কী করে বিশ্বাস করব?' অভিযোগ, কমিশনের তরফে এখনও তাঁদের সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। সেই দাবি তুলেই ওই বিএলও বলেন, 'আমাদের হাতে কমিশনের দেওয়া চিঠি এবং অনুমোদনের নথি আছে, তবে এখনো আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি' মোবাইল ফোনে কমিশনের চিঠি ও নথি দেখিয়েও এলাকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস করাতে পারেননি তিনি।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে কিছুটা। শেষ পর্যন্ত, দিনের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ওই বিএলও স্থান ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার থেকেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা পুনর্বীক্ষণ বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের (এসআইআর) কাজ। প্রতিটি বুথে নিযুক্ত বিএলওরা এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি যাচাই করছেন। সোমবার বিএলও দের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফর্ম ও কিট। এই পর্যায় চলবে আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম, যেখানে উল্লেখ করতে হবে জন্ম তারিখ, আধার নম্বর, মোবাইল নম্বর, অভিভাবকের নাম এবং ভোটার কার্ড নম্বর (এপিক)। বিএলও রা ওই তথ্য যাচাই করে ফর্ম সংগ্রহ করবেন। এরপর ভোটারদের দেওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখা হবে সরকারি নথির সঙ্গে।

নির্বাচন কমিশনের সময়সূচি অনুযায়ী, ৯ ডিসেম্বর প্রকাশ পাবে খসড়া ভোটার তালিকা। তালিকা নিয়ে কোনো ভুল বা আপত্তি থাকলে নাগরিকরা ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তা জানাতে পারবেন। এরপর ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে শুনানি ও যাচাইপর্ব। সব প্রক্রিয়া শেষ হলে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

রাজ্যজুড়ে এই পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতেই কমিশন বারবার সতর্ক করছে বিএলও ও স্থানীয় প্রশাসনকে। তবে হাওড়ার ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, সঠিক পরিচয়পত্র ছাড়া বাড়ি বাড়ি যাচাই অভিযানে নামা কতটা যুক্তিযুক্ত? কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুত সংশ্লিষ্ট বিএলও দের হাতে পরিচয়পত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার সংশোধন ও এনুমারেশন ফর্মের খুঁটিনাটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর), শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বুথ-লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করছেন। এই ফর্মে ভোটারদের জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর, অভিভাবক এবং পরিবারের সদস্যদের নাম-সহ সরাসরি ভোটার কার্ডের নম্বর ও ছবি যুক্ত থাকবে। ভোটারদের ফর্মে নিজের সাম্প্রতিক ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক।

বাঁকুড়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত, এই প্রক্রিয়া চলবে ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খসড়া ভোটার তালিকা ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে, যার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যাবে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই সময় ভেরিফিকেশন ও হিয়ারিং চলবে এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘোষণা করা হবে। এনুমারেশন ফর্মে দেওয়া তথ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ঐচ্ছিক), বাবার ও মায়ের নাম, এপিক নম্বর এবং বিবাহিত হলে স্বামী বা স্ত্রীর তথ্য। দু'কপি ফর্ম দেওয়া হয়, যার একটি বিএলও জমা নেবেন, অন্যটি ভোটারের কাছে থাকবে। এই কার্যক্রমে বিএলওদের কাজ করায় নানা আপত্তি ও উদ্বেগও উঠে এসেছে, কারণ তাঁদের অনেকেই স্মার্টফোন না-থাকা বা তথ্য সংগ্রহে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। ভোটার তালিকা পরিষ্কার ও সঠিক রাখতে এই বিশেষ সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্বাচন কমিশন মনে করছে। এছাড়া ভোটার তালিকা সংশোধনে দেশের অন্যান্য জায়গায়ও একযোগে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে।

গুরু নানকের জন্মদিনে কমবে মেট্রোর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে আজ, ৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কলকাতা মেট্রো বিশেষ পরিষেবা চালাবে। এদিন ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে শনিবারের সময়সূচি অনুসারে মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। তবে হলুদ, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা চলবে।

ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর, শহিদ ক্ষুদিরাম, নোয়াপাড়া রুট) বুধবার মোট ২৩৬টি পরিষেবা (১১৮ আপ ও ১১৮ ডাউন) চালানো হবে, যেখানে সাধারণ দিনে থাকে ২৭২টি। প্রথম মেট্রো সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম। সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম।

শেষ মেট্রো রাত ৯টা ২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম। রাত ৯টা ৩৩ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, রাত ৯টা ৪৩ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম

গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান, সল্টলেক সেক্টর ফাইভ রুট) এদিন চালানো হবে মোট ১৮৬টি পরিষেবা (৯৩ আপ ও ৯৩ ডাউন), যা সাধারণ দিনের ২২৬টি পরিষেবার তুলনায় কিছুটা কম। প্রথম মেট্রো সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ।

সকাল ৬টা ৩২ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান (যা সাধারণ দিনে ৬টা ৩৯ মিনিটে ছাড়ে)। শেষ মেট্রো চলবে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ। রাত ৯টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনগুলিতে প্রয়োজনীয় ঘোষণা ও সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে।

আমেরিকান সেন্টারের ছবি তুলতে গিয়ে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের সামনে এক যুবক ছবি তুলছিল সন্দেহ হওয়ায়, তাকে প্রথমে আটক করে সেখানকার নিরাপত্তারক্ষী। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপর যুবককে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় শেক্সপিয়ার সরণি থানায়। করা হয় জিজ্ঞাসাবাদও।

এরপর গ্রেপ্তার করা হয় ওই যুবককে। পুলিশ সূত্রে খবর বারাসতে থাকেন এই যুবক। বাবা বাংলাদেশের স্কুল টিচার এবং মা এখনও বাংলাদেশে থাকে। তবে দিদির বিয়ে হয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। এরপর দিদির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন মৃন্ময়। সোমবার আমেরিকান সেন্টারে ছবি তোলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও পুলিশ এখনও ফরেনার্স অ্যাক্টে কেস দেয়নি। কী কারণে তিনি এখানে এসেছিলেন, কেন ছবি তুলছিলেন তা জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দেব দীপাবলি উৎসবে ভিড় নিয়ন্ত্রণে চক্ররেলের সময়সূচিতে বদল, বিশেষ ব্যবস্থা পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেব দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে বুধবার, ৫ নভেম্বর বাজা কদমতলা ঘাট ও নিমতলা ঘাট এলাকায় বিপুল জনসমাগমের আশঙ্কায় চক্ররেল পরিষেবায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ। ওই দিন চক্ররেলের একাধিক ট্রেন আংশিকভাবে বন্ধ থাকবে বা বিকল্প পথে চলবে বলে জানানো হয়েছে।

৫ নভেম্বরের বিশেষ নিয়ন্ত্রণসূচি অনুযায়ী মোট ৫টি চক্ররেল ইএমইউ লোকাল ট্রেন (নং ৩০৩২৪, ৩০৩৪৬, ৩০৩১২, ৩০৩১৪ ও ৩০১২২) কলকাতা স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট করা হবে। অপরদিকে ৫টি ট্রেন (নং ৩০৩৩৩, ৩০৩৩১, ৩০৩১১, ৩০১১১ ও ৩০৩১৩) কলকাতা স্টেশন থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে। ১টি চক্ররেল লোকাল ট্রেন (নং ৩০১৫৪) শিয়ালদহ (উত্তর) স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট করা হবে এবং ১টি ট্রেন (নং ৩০১২৩) শিয়ালদহ (উত্তর) থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে। ১টি ট্রেন (নং ৩০৩৩২) কাঁকুরগাছি রোড জংশন,বালিগঞ্জ হয়ে মাজেরহাট পর্যন্ত বিকল্প রুটে চালানো হবে। অপরদিকে ১টি ট্রেন (নং ৩০৩৫৩) মাজেরহাট থেকে ওই ডাইভার্টেড রুটে চলবে এবং আরও ১টি ট্রেন (নং ৩০১৩৫) বালিগঞ্জ হয়ে বিকল্প রুটে চলবে। ১টি চক্ররেল লোকাল ট্রেন (নং ৩০৭১১) বালিগঞ্জ স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট করা হবে এবং আরও ১টি ট্রেন (নং ৩০৫৫২) বালিগঞ্জ থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে। ১টি ট্রেন (নং ৩০১১২) বালিগঞ্জে শর্ট টার্মিনেট করা হবে এবং আরও ১টি ট্রেন (নং ৩০৩১৭) বালিগঞ্জ থেকে শর্ট অরিজিনেট হয়ে বালিগঞ্জ জংশন,কাঁকুরগাছি রোড রুটে চলবে। ১টি ট্রেন (নং ৩০৪১৬) মাজেরহাটে শর্ট টার্মিনেট করা হবে এবং আরও ১টি ট্রেন (নং ৩০৪৫১) মাজেরহাট থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, দেব দীপাবলি উপলক্ষে নিরাপত্তা ও যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে এই সাময়িক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাত্রীদের যাত্রার আগে সময়সূচি যাচাই করে নিতে ও স্টেশনে দেওয়া ঘোষণাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার

ভাবুন দু'মাস সময় থাকলে আমরা কী করতে পারি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) বিরুদ্ধে মঙ্গলবার কলকাতার রাজ্য স্তায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংঘবদ্ধ হল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসমর্থকরা। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রেডরোড থেকে শুরু করে বড় এক জনসভায় শেষ হয়।

আলোচ্য সভায় অভিষেক বলেন, কেন্দ্রীয় নীতির কারণে বাংলার ভোটাধিকার ঝুঁকির মুখে; অর্থাৎ যে বহির্ভূত হস্তক্ষেপকে তারা 'নাগরিক পরিচয় বোঝাচ্ছে' বলে অভিহিত করছে, সেটাকে প্রতিহত করতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি দাবি করেন, যোগ্য নাগরিকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং সেই বিষয়ের যথাযথ প্রতিকার তাঁরা দেবেন।

অভিষেক কিছুতেই রীতিমতো সতর্ক করে বললেন, 'মাত্র কয়েক দিনের প্রস্তুতিতেই এত বিশাল সমাগম সম্ভব হয়েছে, ভাবুন দুই মাস সময় থাকলে আমরা কী কাণ্ড ঘটাতে পারি।' তাঁর বক্তব্যে ধরা পড়ে, রাজ্য পর্যায়ে যে জনব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, তা দিল্লির দরজায় কড়া আবেদন ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। সমাবেশে তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় নানান প্রশ্ন করেন ও ফলপ্রসূ ন্যায্য দাবি তুলে ধরেন, বিশেষ করে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা যাচাইকে নিয়ে কোনও

ধরনের অনিয়ম হলে তাতে রাজনীতিক ভাবে উত্তম প্রতিক্রিয়া হবে। তৎপরতার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বারবার উল্লেখ করেন।

অভিষেক আরও বলেন, 'কেউ যদি বাংলার মানুষকে অবমাননা করার অথবা তাঁদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা করে, তা হলে আমরা সেই অনৈতিকতাকে সাংগঠনিকভাবে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে চ্যালেঞ্জ করব।' তিনি দলের তৎপরতা বাড়ানোর হুশিয়ারিও দেন, প্রয়োজন হলে রাজধানী ঢাকা নয়, দিল্লিতেই তাঁদের পদক্ষেপ গৃহীত হবে বলে মন্তব্য করেন।

সমাবেশে অংশ নেওয়া অনেকে নানা বয়সী, কৃষক, চাকরিজীবী ও ছাত্র-সমর্থক, জানান যে, তাঁরা সরকারি উদ্যোগে স্বচ্ছতাই চান, তবে যদি কোনও মানুষের ভোটের হারানো বা বঞ্চনার প্রমাণ মেলে, তার প্রতিও দল ব্যবস্থা নেবে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিতরা একসঙ্গে বিভিন্ন শ্লোগান তুলে রাজপথে নিজেদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, এসআইআরকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় জনসমাগম রাজ্য রাজনীতিতেই তীব্র প্রভাব ফেলতে পারে। রাজ্য শাসকদল মনে করছে, ভোটার তালিকার তদারকি নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা তাদের জন্য জবাবদিহি ও তৎপরতা বাড়ানোর কারণ হবে।

এসআইআরের দায়িত্বে থাকা বুথ অফিসারদের অতিরিক্ত অনুদান, হিসেবের মধ্যে ফোন খরচও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা সংক্ষেপে এসআইআর) কাজে যুক্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কাজে অংশ নেওয়া প্রতিটি অফিসার ৬ হাজার টাকার উৎসাহভাতা (ইনসেনটিভ) পাবেন। এর মধ্যে ১ হাজার টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে মোবাইল ব্যবহারের খরচ বাবদ।

রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এসআইআরের সময়ে বিএলও দের নিয়মিতভাবে মোবাইল ও ডেটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। তাই তাঁদের অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই বরাদ্দ করা হয়েছে।' ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে রাজ্য অর্থ দফতরের কাছে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

বিএলওদের একাংশের অভিযোগ, ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ ও এনুমারেশন ফর্ম পূরণের সময় তাঁদের নিজস্ব স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ডেটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনেকেরই আগে স্মার্টফোন ছিল না, ফলে কাজের প্রয়োজনে নতুন ফোন কিনতে হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, এই অতিরিক্ত খরচ তাঁদের সাম্মানিকের একটা বড় অংশ শেষ করে দিচ্ছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, এর আগে প্রতি বছর বিএলও রা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের জন্য ৬ হাজার টাকা করে সাম্মানিক পেতেন। এই বছর বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার কারণে সেই অঙ্ক দ্বিগুণ করে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যেই আলাদা করে ৬ হাজার টাকার ইনসেনটিভ দেওয়া হবে, যেখানে মোবাইলের খরচ ধরা হয়েছে ১ হাজার টাকা।

নবান্ন সূত্রে খবর, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই এই বরাদ্দ অনুমোদনের দিকেই এগোচ্ছে। বিএলওদের একাংশের দাবি, 'আমরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছি, তথ্য সংগ্রহ করছি, কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি না। ফোন খরচ বা ফিল্ড ওয়ার্কের ব্যয় অনেক সময়েই আমাদেরই বহন করতে হচ্ছে।'

এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিবাদ। *ছবি: অদিতি সাহা*

সুজয়কৃষ্ণের জামিন মামলা থেকে অব্যাহতি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের

নিজস্ব প্রতবেদন: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' জামিন মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালত সূত্রে খবর, এবার মামলাটি আসবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে। তিনি পুনরায় এই মামলার শুনানির জন্য বিচারপতি নির্দিষ্ট করবেন। যেহেতু মামলাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ শুনানি সম্পন্ন হয়েছে তাই মামলাটি বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসেই পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, মামলাটি বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে শুনানি চলছিল। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতিদের মামলার বিচার্য বিষয় পরিবর্তনের পর মামলাটি শুনানির জন্য নির্ধারিত হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে।

দিঘার জগন্নাথ ধাম নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মামলা খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার জগন্নাথধাম নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। একাধিকবার মামলাকারীর আবেদনে শুনানি পিছন হয়েছে। কিন্তু আর তা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে মামলা খারিজ করল আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, কেন জগন্নাথ 'ধাম' এই শব্দটি ব্যবহার করা হবে? এই অভিযোগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। হাইকোর্টের তরফ থেকে বারবার মামলাকারীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে নথি দাখিল করতে হবে। মামলাকারীর আবেদনের ভিত্তিতেই নথি জমা দেওয়ার শেষ দিন হিসাবে এই দিনটি ধার্য করে হাইকোর্ট। কিন্তু এদিনও নথি জমা করতে পারেনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাতে বিরক্ত হন বিচারপতি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত নথি দাখিল করার সুযোগ দেওয়া হলে নথি দাখিল হয় না। একইসঙ্গে আদালতের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, কতবার নথি দাখিল করার জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হবে? বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, বারবার 'শেষ' শব্দটা ব্যবহার করা হলে, এই শব্দটি তার গুরুত্ব হারাবে, তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না।

দিঘার মন্দিরের সঙ্গে ধাম শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।* তাঁর বক্তব্য ছিল, ধাম শব্দটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। পুরীর জগন্নাথ ধামে প্রতি বছ লক্ষ লক্ষ মানুষ রথযাত্রায় অংশ নেন। সেক্ষেত্রে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের পর 'ধাম' শব্দ ব্যবহারের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

মনোজিৎ মিশ্রর নাম অবশেষে মুছল সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণে অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মী মনোজিৎ মিশ্রর নামে লেখা বিতর্কিত দেওয়াল অবশেষে মুছে ফেলল কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুজোর আগেই পরিচালন সমিতির বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে জানান কলেজের উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করতে সম্পূর্ণ কলেজ জুড়ে খুব শীঘ্রই প্রায় ৮৪টি সিসিভিটি বসানো হবে বলেও জানান তিনি।

চলতি বছরে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে প্রথমবর্ষের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে কলেজেরই অস্থায়ী কর্মী মনোজিৎ মিশ্র ও দুই বর্তমান পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। আদালতে সেই মামলা এখনও চলছে। কিন্তু বিতর্ক ছড়ায় কলেজের দেওয়ালে থাকা মনোজিৎ মিশ্রর নাম ঘিরে। একসময় কলেজ ইউনিয়নের সভাপতি ছিল মনোজিৎ। কলেজের একাধিক দেওয়াল জুড়ে তার নাম ও দাপট ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

ধর্ষণের ঘটনার পর ছাত্রীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর। সঙ্গে দাবি ওঠে মনোজিতকে বহিষ্কার করে দেওয়াল থেকে তার নাম মুছে ফেলার। সেই মতো কলেজ কর্তৃপক্ষ পুজোর ছুটিতে দেওয়াল মুছে ফেলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এবার সেই দেওয়াল মুছে ফেলা হল।সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পুরুষ নিরাপত্তারক্ষীর পাশাপাশি মহিলা নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হবে বলে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ক্লাসও শুরু হবে। তারা আগে কলেজের পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চাইছে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ কর্তৃপক্ষ।

'বিধায়কের স্ত্রীও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদনকারী!' তুলোধোনা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ঠিক আগে ফের চাপে শাসক তৃণমূল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি আবেদনপত্র ঘিরে রাজনৈতিক তরজায় ঝড় উঠেছে।

সুকান্তর দাবি, 'গত ১৭ অক্টোবর ২০২৫ এর একটি লদীর ভাণ্ডার আবেদনপত্রে দেখা যাচ্ছে, আবেদনকারী হিসেবে নাম, ছবি ও তথ্য এমন এক ব্যক্তির স্ত্রীর, যিনি নিজে তৃণমূল বিধায়ক এবং অভিনেতা।' তাঁর ভাষায়, 'এই আবেদনপত্রের তথ্য যদি সত্য হয়, তা হলে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। রাজ্যের শাসক বিধায়ক নিজে মোটা অঙ্কের ভাতা পান, অথচ স্ত্রীকে দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে আবেদন করানো হচ্ছে! এটা নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত।'

সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার এক্সে লিখেছেন, 'সম্প্রতি সন্তান জন্মের পর হাসপাতালের বিল বিধানসভায় জমা দেওয়া নিয়ে যে তৃণমূল বিধায়ককে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, এবার সেই একই নাম আবার দেখা যাচ্ছে এই ভাইরাল আবেদনপত্রে। একজন রাজ্যবাসী হিসেবে আমি অবিলম্বে এই আবেদনপত্রটির সত্যতা জানার দাবি জানাচ্ছি।'

তিনি আরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন, 'ওই প্রতিভাবান বিধায়কের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, যদি আবেদনটি সত্যি হয়, তা হলে বুঝতে হবে নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল বিধায়কদের ভাঁড়ারে এমনই দুর্দশা যে, তাঁদের স্ত্রীদেরও 'লদীর ভাণ্ডারে'র আশ্রয় নিতে হচ্ছে! অথচ রাজ্যের কোষাগার খালি হয়ে যাচ্ছে তাঁদের লুটের জাঁতাকলে।'

উল্লেখ্য, যে আবেদনপত্রটি এখন সামাজিক মাধ্যমে ঘুরছে, সেটিতে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, ফটো এবং পরিচয়পত্রের তথ্যও যুক্ত রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও নথিটির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, 'এই ঘটনাই প্রমাণ করছে তৃণমূলের তথাকথিত দরিদ্রমুখী প্রকল্পগুলির অপব্যবহার কতটা ব্যাপকভাবে হচ্ছে।'

রাজনৈতিক মহলে এখন প্রশ্ন, জনগণের করের টাকায় চালানো মহিলা কল্যাণ প্রকল্পে যদি শাসক দলের বিধায়কদের পরিবারের সদস্যরাই আবেদন করেন, তাহলে রাজ্যের প্রশাসনিক সততা কোথায়? এক বিজেপি নেতা মন্তব্য করেছেন, 'এ রাজ্যে দরিদ্র নারীর প্রাপ্যটুকুও বাঁচছে না তৃণমূলের প্রভাবশালী মহলে।' তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দলীয় সূত্রে কেউ কেউ বলছেন, 'এটি হয়তো ভুয়ো নথি। ভোটের মুখে বিজেপি ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রচার চালাচ্ছে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভাইরাল আবেদনপত্র এবং তার প্রেক্ষিতে সুকান্ত মজুমদারের কড়া ভাষার প্রতিক্রিয়া আগামী নির্বাচনী পর্বে 'জনসেবার মুখোশ বনাম লুঠের বাস্তবতা', এই বয়ানকে আরও প্রবল করে তুলবে। রাজনীতির ময়দানে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে; 'তৃণমূলের লদীর ভাণ্ডার আসলে কার জন্য?'

ময়দান স্টেশনে চুঁইয়ে জল, প্রায় ৪০ মিনিট বন্ধ মেট্রো চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দান মেট্রো স্টেশনে চুঁইয়ে জল ঢোকার ঘটনা ঘিরে মঙ্গলবার দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় শহরের ভূগর্ভস্থ মেট্রো পরিষেবা। দুপুর পৌনে ৩টা নাগাদ ময়দান স্টেশনে জল ঢোকার বিষয়টি নজরে আসতেই সতর্কতা অবলম্বন করে বন্ধ রাখা হয় ওই অংশের ট্রেন চলাচল। প্রায় ৪০ মিনিট বন্ধ থাকার পর বিকেল ৪টা নাগাদ ফের স্বাভাবিক হয় পরিষেবা।

প্রথমে সেন্ট্রাল থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো চলাচল চালু থাকলেও ময়দান সংলগ্ন অংশে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। ঘটনার খবর পেয়ে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা তড়িঘড়ি পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে। কোথা দিয়ে জল ঢুকছে, তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, স্টেশনে অল্প পরিমাণে চুঁইয়ে জল ঢোকার ফলে সাময়িকভাবে পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বিকেল ৪টা নাগাদ পূর্ণ পথে মেট্রো পরিষেবা পুনরায় স্বাভাবিক করা হয়। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে স্টেশনের নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও টানেল পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এসআইআর শুরু হতে বাড়ছে পুরসভায় জন্ম শংসাপত্র সংক্রান্ত আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পুরসভায় জন্ম শংসাপত্র সংক্রান্ত আবেদনও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলে খবর কলকাতা পুরসভা সূত্রে। বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছেও দিতে শুরু করেছেন বিএলওরা। আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিটি ভোটারকে সংশ্লিষ্ট ফর্ম জমা দিতে হবে, যার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করতে হবে। এই নথির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জন্ম শংসাপত্র, যা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর ঘোষণার আগে দৈনিক জন্ম শংসাপত্রের আবেদন ছিল প্রায় ৩০০টি। তবে ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন শুরু হতেই প্রতিদিন ৫৫০-এরও বেশি আবেদন জমা পড়ছে। এই আবেদনগুলির মধ্যে শুধুমাত্র জন্ম শংসাপত্র নেওয়া নয়, নামের বানান সংশোধন, জন্ম তারিখ ঠিক করা এবং অন্যান্য সংশোধনমূলক কাজও রয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে গত শুধু দু'সপ্তাহে জন্ম শংসাপত্র সংক্রান্ত আবেদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই চাপ সামলাতে পুরকর্মীদের নাজেহাল অবস্থা। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আগে এত আবেদন জমা পড়ত না। সবটাই অনলাইনে হত। হঠাৎ প্রচণ্ড লাইন পড়ছে। মানুষের মধ্যে জন্ম শংসাপত্র নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এটি বিজেপির কাজ। তবে চিন্তার কারণ নেই। মুখ্যমন্ত্রী আপনার পাশে রয়েছেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যদি জন্ম শংসাপত্র না-থাকে, বিএলওর হ্যান্ডবুকে সব লেখা রয়েছে। এখন তুলতে গেলেও সমস্যা হবে না।'

রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে জোরকদমে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ

প্রথম দিনেই প্রায় ১৮ লক্ষ ভোটারের হাতে ফর্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জোরকদমে চলছে বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা ও এনুমারেশন ফর্ম বিতরণের কাজ। বুথ লেভেল আধিকারিকরা (বিএলও) প্রত্যেক ভোটারের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছেন ফর্ম।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা বারোটার মধ্যেই চার লক্ষের বেশি ভোটারের হাতে ফর্ম পৌঁছে গিয়েছিল। বিকেল চারটার মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৬ লক্ষে। সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ১৮ লক্ষ ভোটারের হাতে ফর্ম পৌঁছে গেছে বলে জানা গিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে মোট সাত কোটি ছেষট্টি লক্ষেরও বেশি ভোটার রয়েছেন। প্রতিটি ভোটারকে দুটি করে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে; একটি ফর্ম পূরণ করে ফেরত দিতে হবে বুথ লেভেল আধিকারিককে, অন্যটি ভোটারের নিজের কাছে থাকবে প্রাপ্তি স্বরূপ।

রাজ্যে মোট আশি হাজার ছিয়াশি জন বুথ লেভেল আধিকারিক নিযুক্ত আছেন। তাঁদের সহায়তায় কাজ করছেন বুথ লেভেল এজেন্ট ও স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মীরা। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী চার দিনের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে ফর্ম বিতরণের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের দফতরে খোলা হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র, যেখানে ভোটাররা প্রয়োজনীয় তথ্য বা সংশোধন সংক্রান্ত সাহায্য পেতে পারবেন।

কুলপিতে ২০০৩ সালের ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা কেন? কমিশনের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল বিরোধী দল। সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জমা দিয়ে দাবি করা হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভা এলাকায় ২০০৩ সালের ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আইনত অনুমোদিত নয়।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে, মাঠপর্যায়ে ২০০৩ সালের পুরনো ও ভুলভ্রান্তিতে ভরা ভোটার তালিকা দিয়েই বিশেষ পুনর্বীক্ষণ বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তৃণমূল শিবিরের প্রশ্ন, অথখন ভোটার তালিকার সততা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে, তখন গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনগণ কীভাবে আস্থা রাখবে?দ তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের এই অস্বচ্ছতা ও গাফিলতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

অভিযোগপত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'কুলপিতে ২০০২ সালের বৈধ তালিকার পরিবর্তে ২০০৩ সালের ত্রুটিপূর্ণ তালিকা ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বহু নাম বাদ যাচ্ছে, আবার বহু মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারের নামও তালিকায় থেকে যাচ্ছে। এটি কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং পরিকল্পিত প্রশাসনিক ব্যর্থতা।' তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি স্বচ্ছতা হারায়, তবে ভোটার হারাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাস। বাংলা চুপ করে থাকবে না, যখন গণতন্ত্রকে এইভাবে বিকৃত করা হচ্ছে।'

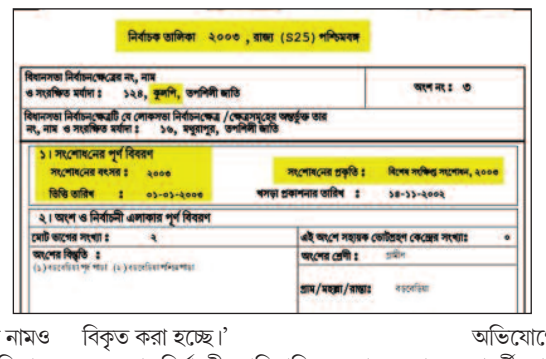

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক কর্তার ভাষায়, 'যদি কোথাও পুরনো রোল ব্যবহার হয়ে থাকে, তা খতিয়ে দেখা হবে। নির্দেশ অনুযায়ী ২০০২ সালের সংশোধিত রোলই ব্যবহারের কথা।'

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই ঘটনা শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং নির্বাচনী বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে বড় ইঙ্গিত রেখে গেল। কারণ আগামী বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকার নির্ভুলতা ও আপডেট থাকা যে কতটা জরুরি, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। শাসক দল স্পষ্ট জানিয়েছে, 'এই অভিযোগের উত্তর না আসা পর্যন্ত কুলপির পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া মেনে নেওয়া হবে না।' একই সঙ্গে তারা দাবি তুলেছে, রাজ্যজুড়ে ভোটার যাচাই অভিযানের উপর কমিশনের তদারকি আরও কঠোর করা হোক। গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখার প্রশ্নে এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া এখন রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

সম্পাদকীয়

বিহার নির্বাচনী উত্তাপে ফ্যাক্টর রাজ্যের ৫২টি আসন

বিধানসভা নির্বাচন। সময় যত এগোচ্ছে, ততই চড়ছে বিহার নির্বাচনের পারদ। আজ বাদে কাল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। শেষবেলায় রবিবার পাটনায় রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী। ১২ দিনে ১২০টি জনসভার টার্গেট নিয়ে বিহার চষে ফেলছেন তেজস্বী যাদব। এই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে নজর এখন রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৫২টি আসনে। এগুলিই ফ্যাক্টর, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু কেন? তথ্য বলছে, ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলে এনডিএ'র থেকে মাত্র ১৫টি আসনে পিছিয়ে ছিল মহাগঠবন্ধন। গত নির্বাচনের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫২ আসনে জয়ের ব্যবধান ছিল ৫ হাজারেরও কম। যার মধ্যে অন্তত ৩০টি আসনে আড়াই হাজারের কম ছিল ব্যবধান। ১০টি আসনে ব্যবধান ছিল হাজারের কম। সাতটি আসনে ব্যবধান ছিল ৫০০-র নীচে। তাই ওই ৫২ আসনকেই টার্গেট করছে সব পক্ষ। গত বিধানসভায় এই ৫২টি সিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ১৫টি তে জয় পেয়েছিল আরজেডি। ন'টি গিয়েছিল কংগ্রেসের ঝুলিতে। এছাড়াও সিপিআই, সিপিএম এবং সিপিআইএমএল পেয়েছিল তিনটি আসন। ১৩টি গিয়েছিল জেডিইউর দখলে। এছাড়া বিজেপি ১০টি, ভিআইপি ২ এবং এলজেপি একটি আসন পেয়েছিল। সব মিলিয়ে ৫২টি কেন্দ্রের মধ্যে মহাগঠবন্ধন-এর দখলে ছিল ২৭টি আসন এবং এনডিএর দখলে ছিল ২৫টি। রাজনীতির কারবারিদের ধারণা, এবার কুর্সি কার দখলে যাবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে এই ৫২টি আসনের উপর। তাই প্রায় সব দলই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই মার্জিনাল আসনগুলির ওপর। তবে এই সব অঙ্কই গুলিয়ে দিতে পারেন একজন, তিনি পিকে বা প্রশান্ত কিশোরের জন সূরজ পার্টি। গত নির্বাচনে যাঁদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। এবার তাঁরা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে এই আসনগুলিতে কতটা ভোট কাটবেন, কোন পক্ষের কাটবেন তা সবারই অজানা। ফলে বাকিরা যে পাটিগণিত মেলাতে ব্যস্ত, তা নাও মিলতে পারে। কিন্তু থাকবে ওই কেন্দ্রগুলিতেই, তা একরকম নিশ্চিত।

আনন্দকথা

কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি) — তোমরা বল "জগতের উপকার করা।" জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত — যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না; কর্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নামগুণগান, নিত্যকর্ম — এ-সব করতে হবে।

ব্রাহ্মভক্ত — সংসারের কর্ম? বিষয়কর্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তাও করবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ওই কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে, বেশি কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশি করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।

(পূর্বকথা — শম্ভু মল্লিকের সহিত দানাদি কর্মকাণ্ডের কথা)

"শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়ল, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশি কাজ জড়ানো ভাল নয় — ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগল; কালীদর্শন আর হলো না। (হাস্য) আগে জো-সো করে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান যত কর আর না কর। ইচ্ছা হয় খুব কর। ঈশ্বরলাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করে দাও? (হাস্য)। ভক্ত কখনও তা বলে না বরং বলবে, 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখ, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।'

(ক্রমশ)

জন্মদিন

আজকের দিন

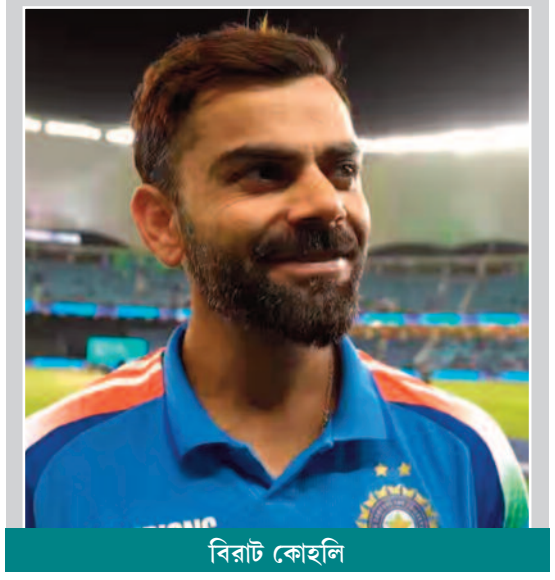

বিরাট কোহলি

১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামটহল চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শিবসুন্দর দাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিরাট কোহলির জন্মদিন।*

আমাদের পিচ কিন্তু এখনও দুর্বল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমনী
তাতেইতো নাড়ীছাড়া এ দেশের ধমনী।
বুঝিতে পারো না ওরা-- এ বিধানে ক্ষতি কার।
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার!
...

প্রশ্নটা করেছিলেন রবি ঠাকুর, প্রশ্নটা এখনও কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়। হয়তো অনেক মানুষের কাছে, অসংখ্য পরিবারে, কিছু সামাজিক ক্রমে এই প্রশ্ন অনেকটা ফিকে হচ্ছে। কিন্ত ভারতের বুকে এখনও এই প্রশ্ন আছে। আছে বলেই কিন্ত রাত ১২ টার পর যখন প্রবল উন্মাদনা, ঘড়ির টিকটিক... আমরা জিতে গেলাম। হ্যাঁ! সত্যিই গো। আমরা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ জিতলাম। মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫; যা প্রতীক্ষার উত্তর দিল। অনেক বেশী উত্তর দিল অবমাননার অবমূল্যায়নের, মস্করার। মেয়েদের আবার ক্রিকেট খেলা? এইসব তাচ্ছিল্য উপহাস এবং মেয়েদের এসব করে কী হবে -র উত্তর। খানিক কান ধরে চাবুক মারাও ছিল। স্ক্রিনে মেয়েদের খেলা চলছে গ্রামে মফস্বলে। সবাই দেখছে। রাত জেগে সবাই ।এটাইতো বিশ্বকাপ জয়ের চাইতেও বড় জয়। স্টেডিয়াম উপচে মানুষ। এটাও বড় জয়। শুনছিলাম টিকিট নাকি ব্ল্যাক হয়েছে? তাহলে তা আরো বড় জয়। ঝরঝরে মেয়েদের দল ।এটাই বড় ভুল কথা। বলি- খেলোয়াড়ের দল। তারা ঘেমেছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, অনুশীলন করেছে। অস্ট্রেলিয়াতেতো আর বলেনা মেয়েদের ক্রিকেট খেলে কী হবে! দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রস ডোমেসটিক প্রোডাক্ট আমাদের থেকে কম। আবার আমাদের পুরুষের থেকে ওদেশের কম সংখ্যক পুরুষের মেয়েদের ক্রিকেট খেলায় আপত্তি-বিরক্তি। বা কম হাসি পায় মেয়েদের খেলতে দেখলে। ছোটো চুল দেখলে বলে না- এমা বিয়ে হবে কেমন করে! ফলে, যে সব দেশের পুরুষের- সমাজের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের জন্য খুব খাটো নয়, তাদের যখন আন্তর্জাতিক মাঠে বিশ্বকাপে ভারতের মহিলা টিম হারায়- তখন তা আরো বড় সাফল্য। কেন জানেন? অস্ট্রেলিয়া , দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ মহিলা খেলোয়াড় একটা তৈরী পিচ পেয়েছিল। আর, আমাদের রিচা ঘোষ থেকে শেফালী বর্মা, হরমনপ্রীত থেকে দীপ্তি যারাই খেলছে সবাইকে নিজের পিচ তৈরির জন্য প্রথম যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেদিন একটা আলোচনায় হঠাত শুনলাম, স্মৃতি মন্দানা যেন ঠিক সৌরভ গাঙ্গুলীর মত খেলছে। অসহ্য লেগেছিল। কেন না? এই সৌরভ গাঙ্গুলীইতো এক টেলিভিশন চ্যানেলে বলেন- ক্রিকেট কেন মেয়েরা খেলবে। ক্রিকেটটা ছেলেদের আর নাচ ইত্যাদি শিল্পকলা মেয়েদের। ন্যাচরাল চয়েস এমনটাই তিনি বলতে চাইছিলেন। এটা আসলে সৌরভের কথা না, ওই যে বলছিলাম আনপ্রিপেয়ারড পিচ। এটাই আমাদের অধিকাংশ পুরুষের এখনও সুপ্ত মনস্তাত্ত্বিক গঠন। তারা চায় মেয়েরা শিক্ষকতা করুক। ডাক্তারি, এবং ঝুঁকিহীন কাজ। তার বাইরে নাচ গান ছবি আঁকা। যা করলে একটা শান্ত স্বভাবের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায় সেইসব কাজ হল মেয়েদের। পাহাড়ে ওঠা , বক্সিং, ওয়েট লিফট, ফুটবল, ক্রিকেট নৈব নৈব চ। অতএব ওই সৌরভ মানসিকতা অখেলোয়াড় পুরুষের ক্ষেত্রে আর একটু বেশীই ধরে নিলাম। মিতালি রাজ, অঘনা দেশপান্ডে যেবার ২০০৫ এ ফাইনাল পৌঁছাল সবাই কিন্ত অনেক প্রতিকূলতার পর পিচ পেয়েছিল। ঝুলন গোস্বামী কিন্ত খুব কম পুরুষ খেলোয়াড়ের থেকে মন ভরা শুভেচ্ছা অভিনন্দন পেয়েছেন বলেই আমার ধারনা। সবাই ভুলে যাই, যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছক্কা হাঁকে আমার দেশের হরিয়ানার গ্রামের থেকে উঠে আসা একজন খেলোয়াড় তখন তাকে নিজের পরিবেশ আশপাশের সাথে কার্যত রিভারস সুইং পিচের উপর দিয়ে আসতে হয়েছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কাছে যাই, জিজ্ঞেস করি। সবাই এক উত্তর দেবে। কেউ বলবে- আমার বাবা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন তুই খেল। তাই পেরেছি। কেউ বলবে দাদা খুব ব্যাকআপ দিত। কেউ বলবে কোচ স্যার নিজের দায়িত্বে আমাকে ট্রেনিং দিয়েছেন। কেউ বলবে না- আমার পাশে গোটা পাড়া ছিল। কেউ বলতে পারবে না - আমার পাশে মাসি পিসি মাসতুতো খুড়তুতো সবাই ছিল। আজ বিশ্বকাপ জয়ের পর সারা দেশ মাথায় তুলে নাচছে রোহতকের শেফালিকে নিয়ে। শেফালির মাথায় ছেলেদের মত চুল কেন আজ আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। আচমকাই বিশ্বকাপে ডাক পেল, উড়িয়ে দিল মাঠ। তৈরী করল বিশ্বকাপ রেকর্ড। তাই শেফালির চুলের খোঁজ নিলাম। হরিয়ানার ছোরি র খেলার জন্য সমর্থন ইচ্ছে আদর ছিল একমাত্র বাবার। কিন্ত খেলবে কেমন করে? তাই বাবা বললেন চুল কুচিয়ে ছেটে ছেলে সেজে নে। ছেলেদের সাথে খেলা শুরু। ছেলে সেজে স্থানীয় কত খেলা খেলেছে। কত কঠিন পিচ ভেবেছি? প্রশ্ন করি আমরা নিজেদের একটা মেয়ে কেন ছেলে সেজে খেলল। সে আজকেও তথাকথিত ছেলেদের মতই রইল। শেফালি ছেলে সাজার অপরাধে বাদ গিয়েছিল খেলা থেকে। সে নির্বাসিত। বাবা ব্যবস্থা করলেন বাড়িতেই ট্রেনিং দেওয়ার। কত রেকর্ড তারপর ওর। ছয়, চার, বুলেটের মত ক্যাচ ধরা। হরিয়ানাকি ছোরি হ্যায়! পিচ কিন্ত অসম্ভব প্রতিকূল। যে পিচে ধিক্কার তাচ্ছিল্য বারন এবং লিঙ্গ আপত্তি। আজ ১৪০ কোটি ভারতবাসী হাসছে উল্লাস করছে। সেদিন যদি আর কিছুজনও পাশে থাকত তবে কিন্ত ছেলে সাজতে হত না। অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড এদের দেশে কিন্ত মাতৃপূজা হয় না। আবার ছেলে সেজে খেলতেও হয় না। আমাদের ভাবতে হবে, বোধ বিচার আচরন বিবেচনার ঘরে অসংখ্য ত্রুটি। নারীবাদী যারা তারা লেট নাইট পার্টি করার জন্য যতটা সওয়াল করে ততটা সওয়াল শেফালিদের জন্য করলে তারা অনেকটা প্রস্তুত পিচ পেত। শেফালিদের পিচ আছে তো হাওয়ায় আদ্রতা কম। পিচ নেই যখন তখন আবার দারুণ হাওয়া। একটু অনুকূল সামাজ মনস্তাত্ত্বিক কম্বিনেশনের খোঁজ ওদের অনেক বেশী পরিশ্রান্ত করে। দেশ তার পরিকাঠামোতে, যোগাযোগে, সুযোগ সুবিধার ঘরে অনেক অজস্র সহস্র মাইল বৃদ্ধিশীল। অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র অবকাশ কারোর নেই। বিশেষ করে উত্তর ভারত এখন খেলার মেলা ক্ষেত্র। অলিম্পিক এশিয়াড ভারত ছাপ ফেলছে সর্বত্র। উত্তর পূর্ব ভারতেরও রক্তে পরিশ্রম। কোনো প্রকল্প হয়না যার দ্বারা মানসিকতার রূপান্তর হয়। সেই রূপান্তরটাই এখনও বাকি।

বাকি বলেই- সমাজ মাধ্যমে অভিনন্দন, অধিকাংশ পেজে লেখা- আমাদের মেয়েরাও পারে।মেয়েরাও- শব্দে আপত্তি। আমাদের মনে যা, তার প্রতিফলন শব্দে আসবেই। এখানেও তাই। মেয়েরা কি আদৌ পারে? এই প্রশ্ন বিস্ময় কৌতুহল একটাই আমাদের মনে জড়তা তৈরি করেছে - যার জন্য ব্যতিক্রমী চ্যালেঞ্জিং কিছু

নারীবাদী যারা তারা লেট নাইট পার্টি করার জন্য যতটা সওয়াল করে ততটা সওয়াল শেফালিদের জন্য করলে তারা অনেকটা প্রস্তুত পিচ পেত। শেফালিদের পিচ আছে তো হাওয়ায় আদ্রতা কম। পিচ নেই যখন তখন আবার দারুণ হাওয়া। একটু অনুকুল সামাজ মনস্তাত্ত্বিক কম্বিনেশনের খোঁজ ওদের অনেক বেশী পরিশ্রান্ত করে। দেশ তার পরিকাঠামোতে, যোগাযোগে, সুযোগ সুবিধার ঘরে অনেক অজস্র সহস্র মাইল বৃদ্ধিশীল। অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র অবকাশ কারোর নেই। বিশেষ করে উত্তর ভারত এখন খেলার মেলা ক্ষেত্র। অলিম্পিক এশিয়াড ভারত ছাপ ফেলছে সর্বত্র। উত্তর পূর্ব ভারতেরও রক্তে পরিশ্রম। কোনো প্রকল্প হয়না যার দ্বারা মানসিকতার রূপান্তর হয়। সেই রূপান্তরটাই এখনও বাকি।

করলেই আমরা আমাদের অজান্তেই লিখে ফেলি- মেয়েরাও পারে। কপিল শর্মার কমেডি শো হচ্ছে। অতিথি ছিলেন হরমনপ্রীত, মিতালী রাজ, ঝুলন গোস্বামী। হাসতে হাসতে কপিল বলছেন- যাদের একজন খুব ভাল ভাই আছে সে মেয়েইতো ভাল বল করতে পারবে। ক্যাচ নিতে পারবে। ঝুলন খুব খুশী। সত্যিইতো সে সেভাবেই শিখেছে। শুরুটা সেভাবেই। তাকেও ছেলেদের সাথে খেলতে হয়েছিল, অকপট স্বীকার। মিতালী রাজ বলেই দিলেন- আসানসোলে খেলতে এসেছি- বাউন্ডারির দিকে ফিল্ডিং। ছেলেদের দল উপচে পরছে। কটূ ভঙ্গিতে মন্তব্য ভেসে আসছে। তৈরী খেলার মাঠেও এত অপরিণত কাচলার পিচ! মেন্টাল কালচার এক অতি বিষম বস্তু। যদি এই বিশ্বকাপ পরাজিত হত, বা স্মৃতি মান্দানা থেকে জেমিমা কেউই এমন অবিশ্বাস্য সাফল্য না দেখাত- তখনই প্রতিষ্ঠিত হত - ধ্যুস মেয়েদের আবার ক্রিকেট! একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। যেই বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট টিম ধরাশায়ী হল। অমনি ট্রোল। কিন্ত এটা দেখলাম না, কী নিদারুণ সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও মেয়েগুলো খেলেতোছে। উঠেতো এসেছে। যা বিপর্যস্ত বাংলাদেশের নারী পরিস্থিতি তাতে একটা টিম যে এল খেলল এটাইতো অনেক! খেলার কিন্ত কোনো সীমান্ত হয় না। খেলোয়াড় দেশের হয়ে খেলে কিন্ত ওটা একটা জাত। একটা চরিত্র। একটা নেশা। উত্তর না মেলা অনুশীলন। একটা কাতরতা। খেলোয়াড় হব ভাবাটাই স্বতন্ত্র চেষ্টা। আজকের ট্রফিতে ঝুলন থেকে মিতালি যারা সেদিন ট্রফি পাননি তাদের সবার স্বপ্ন ঘাম জেদ শ্রম আত্মমর্যাদা মাখামাখি। তারা সেদিন হারবে নিশ্চিত হয়েও খেলেছে। ওটাই বড় জয়। হাল ছাড়েনি তাই আজ জেমিমা খিলখিলিয়ে গিটার হাতে গাইবে। বিশ্বকাপ জয়ের গান। কপিল দেব থেকে মহেন্দ্র সিং ধোনি, গৌতম গম্ভীর, বা শচীন - তাদের শুধুমাত্রই পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনুশীলন আর অনুশীলন। পিচ তৈরির জন্য লড়াই করতে হয়নি। তারা শূন্য রানে আউট হলেও তা যেন জাস্টিফায়েড করার দলবল হাজির। ভাগ্যিস এই মেয়ের দল কাঁপিয়ে দিল মাঠ; নাহলে এদের ব্যর্থতা জাস্টিফাই করার খুব বেশী মাতব্বর থাকত বলেতো মনে হয় না। আমানজত কৌর যেভাবে চিলের গতিতে ক্যাচ নিল, যেন ওটা বল না। ওটাই ছিল বিশ্বকাপ ধরা। অভূতপূর্ব! অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন এ যেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপে কপিল দেবের ক্যাচের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। কাকে যে নায়িকা বলি এই টিমের এটাই বড় প্রশ্ন। আসলে এরা সবাই নায়িকা। সবাইই নায়ক। সবাই কণ্যা সবাইই পুত্র। এরা সবাই সুসম্পূর্ণতার সিগনেচার। এরা সবাই ছক্কা সবাই অলরাউন্ডার। আমাদের পিচ তৈরির প্রথম নায়িকা শান্তা রঙ্গস্বামী। ১৯৭৬ সাল। আরো অবাক কথা হল সেটাও ছিল ২ রা নভেম্বর। সেদিন ব্যাঙ্গালোরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে ভারতীয় মহিলা টিমের খেলা। টেস্ট ম্যাচ এবং প্রথম ম্যাচ। খেলাটা অমীমাংসিত ছিল। খেলা বলে কথা। মীমাংসা নিয়েই সে ছাড়ে। তারপর ৫০ বছর কাটল। আবার এল ২ রা নভেম্বর ২০২৫- সেদিন থেকে আজ পিচ অনেক উন্নত হয়েছে। তখন সিস্টেম ব্যবস্থা শব্দটাই প্রয়োগ করতে জানত না মহিলার জন্য। ব্যবস্থার কথা তোলাও অন্যায়। আজ কিন্ত বি সি সি আই পুরুষ ও মহিলাদের একভাবে দেখে। এক ব্যবস্থা। কিন্ত সে পর্যন্ত আসার পিচ! এটাই আজ বড্ড ভাবাচ্ছে। হরিয়ানা, ছত্তিশগড় , উত্তরবঙ্গ, ঝাড়খণ্ডের থেকে কাউকে যেন দায়ে পড়ে চুল কেটে কদমছাটে আসতে না হয়। সে স্টাইল করুক যা খুশী। কিন্ত তার পরিবেশ যেন তাকে টমবয় হতে বাধ্য না করায়। এই ট্রফিতে যখন উচ্ছ্বাস দেখছি। তখন মনে হচ্ছিল ভারতের কোনো প্রান্তে কোনো মেয়ে পরিস্থিতির চাপে মেয়ে বলেই পিচ না পাওয়ার কষ্ট চেপে আজ হাসছে না তো!

লিঙ্গ বৈষম্য কোনো জীববিজ্ঞান না, এটা মনোবিজ্ঞান। পিচ একটা ব্যবস্থার নাম। পরিকাঠামোর ব্যবস্থা না ওটা। ওটা হল ভাবনা, সামাজিক সংস্কৃতির। পিচ ত্রুটির বিশেষত্ব ভাবি। দেখব আমি আপনিও একটু একটু দায়ী। হরমনপ্রীত- রিচা- জেমিমা - স্মৃতি- শেফালী- দীপ্তি- আমানজত এবং সবাই ছিল তাই আজ ভারতের আকাশে সুখতারারা জ্বলছে। জ্বল জ্বল করছে। সেই আলোতে কালকের পিচটা যেন আরো স্পষ্ট হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দক্ষিণ দিনাজপুরে 'মহাগুরু' চালু করলেন 'মিঠুন যোদ্ধা' হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সামনেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। বঙ্গে রাজনীতির পারদ চড়া। এরই মাঝে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এলেন 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী।

জানা গিয়েছে, জেলার বালুরঘাটে রবীন্দ্রভবনে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেন মিঠুন। মূলত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের রণকৌশল এবং বুথ স্তরের প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। কর্মীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। পাশাপাশি কর্মীদের কথা শুনে তাঁদের মনোবল বাড়াতে 'ভোকাল টনিক' দেন মিঠুন বলেই জানা গিয়েছে। মিটিং শেষে পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, 'জেলায় 'মিঠুন যোদ্ধা' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। সবাই একসঙ্গে লড়ব। এটা ১৫০ জনের একটি গ্রুপ। যেখানেই অবরোধ বা প্রতিবাদ করতে হোক

একটা ফোন কলে যাতে সকলে পৌঁছে যেতে পারে সেজন্য এই গ্রুপ।'

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই 'ডিজিটাল যোদ্ধা' গঠন করেছেন। এবার সেখানেই বিজেপির তরফে শুরু করা হয়েছে 'মিঠুন যোদ্ধা' গ্রুপ। এদিন এসআইআর-সহ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'যারা ভারতীয় তাঁরা ভোট দেবেন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে যে সমস্ত হিন্দুরা এসেছে তাঁদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ভারতীয় মুসলিমরাও ভোট দেবেন। তবে অভারতীয় মুসলিমদের ফিরে যেতে হবে।'

কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর-এর প্রতিবাদ মিছিল প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'কার জন্য প্রতিবাদ করছেন? মিছিলটা উনি কাদের জন্য করছেন? অভারতীয়দের জন্য করছেন? বাংলাদেশিদের জন্য করছেন? নাকি বাংলাদেশকে বার্তা দিচ্ছেন আমরা তৈরি আছি আপনারা আসুন।' উল্লেখ্য, ভারতীয় জনতা পার্টির এদিনের দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে মিঠুন চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায়, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার-সহ আরও অনেকে।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে সন্দেশখালির পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

উঠে আসছে বাঙালি খেদাও তত্ত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আবারও ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। মুম্বই রেল লাইনের পাশে তাঁর থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের সহায়তায় তাঁর কফিনবন্দি মৃতদেহ ফিরলো সন্দেশখালিতে। এলাকায় শোকের ছায়া। পরিবারের দাবি, বাঙালি ও বাংলাদেশি বলে যুবককে উত্যক্ত করা হত। তবে যুবকের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম মোস্তাফা মিস্ত্রি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের দুর্গামণ্ডপ এলাকার বছর ঊনিশের মোস্তফা মিস্ত্রি ছয় মাস আগে মুম্বইতে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, এই যুবককে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি ও বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেই আতঙ্কে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। ১০ দিন আগে মুম্বই রেল স্টেশনের পাশে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। রেল পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। ওই যুবকের নাম ও পরিচয় জানার পরে তাঁর পরিবারকে বিস্তারিত জানান পুলিশ। পরিবারের পক্ষ থেকে সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মল্লিককে জানানো হয়। মূলত তাঁর উদ্যোগে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় কফিন বন্দি মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে ফিরল মঙ্গলবার।

প্রসঙ্গত, এর আগেও রাজ্যের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু ঘিরে সুন্দরবন এলাকায় একাধিক প্রশ্ন উঠে গেল। একদিকে যখন এসআইআর লাগু হয়েছে পশ্চিম বাংলায়, তার মধ্যেই বাঙালি শ্রমিকদের মৃতদেহ ভিন রাজ্য পাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বাঙালিদের মনে। সন্দেশখালি দু নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক বলেন, 'এরা আগেও সন্দেশখালিতে একজন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বসিরহাট মহকুমায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে নতুন করে এই একজনের মৃত্যুতে রীতিমতো আতঙ্কিত আমরা। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে সবরকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও তাঁদের পাশে সরকার আছে।'

সুব্রত ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া বাড়িতে গঠিত হল নতুন সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: সুব্রত ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া বাড়িতে গঠিত হল নতুন সংগঠন। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা শুভেন্দু অধিকারী, অসীম সরকার, স্বপন মজুমদার-সহ আরও কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক। সুব্রতর নতুন সংগঠনকে সাধুবাদ জানালেন শান্তনু ঠাকুরও। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে একই রেজিস্ট্রেশনে দুটি সংগঠন ছিল আগেই। একটি প্রধান ছিলেন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর। অন্যটির মাথায় ছিলেন শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুর। প্রতিবছর রাস উৎসবের দিনে সংগঠনের নতুন কমিটি তৈরি হয়। এবছর দেখা গেল মঙ্গলবার একই রেজিস্ট্রেশনে তৃতীয় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কমিটি গঠন করলেন শান্তনু ঠাকুরের দাদা তথা গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। সেই সংগঠনের প্রধান সেবায়িত শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের বাবা মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর এবং মা ছবি রানি ঠাকুর। কমিটির উপদেষ্টা মণ্ডলীতে রয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিধায়ক অসীম সরকার, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন

মজুমদার-সহ একাধিক বিজেপি বিধায়কেরা। কমিটি গঠন নিয়ে সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'সময়ের প্রয়োজনে তৃতীয় সংগঠন গঠিত হয়েছে। শান্তনু ঠাকুরের উপরে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ আছে সেই সংগঠনের কিছু দালালের উপরে।' সুব্রত ঠাকুরের তৃতীয় সংগঠন নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'সংগঠন যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু সেটা চালাতে হবে।' অন্যদিকে সুব্রত এবং শান্তনু ঠাকুরের বাবা মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, 'পরিবার বড় হলে সংগঠন বাড়তে পারে। আমার কাছে দুই সন্তানই সমান। আমি দু'জনের সঙ্গেই আছি।' বিধায়ক অসীম সরকার বলেন, 'পরিবার যখন বড় হয় তখন ভাগাভাগি হয় আমরা জানি। ঠাকুর বাড়িতে মতুয়া মহাসংঘ একটাই। আমাদের মধ্যে কোন ভাগাভাগি নেই। কালকে ছোট ঠাকুর শান্তনু ঠাকুর যদি ডাকেন চলে আসব।' সুব্রত ঠাকুরের সংগঠন প্রসঙ্গে মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, 'পরিবার বড় হয়েছে সাংগঠন ভাগ হয়েছে এতে কিছু করার নেই। কিন্তু এক থাকতে পারলে ভালো হত।' একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'ভাগবাটোয়ারা নিয়ে এই ভাগাভাগি। কার হাতে ঠাকুরবাড়ির নিয়ন্ত্রণ থাকবে, বিজেপির কাকে বেশি গুরুত্ব দেবে, তা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। সেই সংগঠন মতুয়াদের জন্য কাজ করবে মতুয়ারা তাঁর সঙ্গে থাকবেন।'

কাঠগড়ায় কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল

সঠিক সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স না মেলায় ভোগান্তি অগ্নিদগ্ধ রোগীর, মানবিক মুখ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সঠিক সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন গোঘাট দু-নম্বর ব্লকের কামারপুকুর এলাকার মানুষ। সোমবার রাতের একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা তারই প্রমাণ করে। আগুনে পোড়া একজন মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে আসার পর আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে কোনও অ্যাম্বুলেন্স না থাকায় পুলিশ গিয়ে ওই রোগীকে মেডিক্যাল কলেজ ভর্তি করে। এই অ্যাম্বুলেন্স সমস্যা আজকের নয়, বহু দিনের বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ভোরবেলা গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের ভগবানপুর এলাকায় স্ত্রী ও শ্যালকের গায়ে আগুন লাগিয়ে চম্পট দেয় স্বামী। অভিযোগের তীর লক্ষ্মী রিথের স্বামী সন্তু রিথের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভগবানপুরের বাসিন্দা সুকুমার পণ্ডিতের মেয়ে লক্ষ্মী পণ্ডিতের বিয়ে হয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের রাধাবল্লভপুরে। তবে বিয়ের পর থেকেই দাম্পত্য কলহ চলছিল। সেই সূত্রে কয়েক মাস আগে মেয়েকে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসেন সুকুমারবাবু। বাড়ির ছাদের চিলেকোঠার দরজা খুলে সেখানে থাকা ঘুমন্ত স্ত্রী লক্ষ্মী ও ভাই দেবদাসের উপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুড়ে গুরুতর জখম হন দু'জনেই। আগুন লাগার পর দেবদাস বাইরে সাহায্য চাইতে বেরোলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থল থেকে সন্তুর জুতো উদ্ধার করেছে পুলিশ। অত্যন্ত গুরুতর অবস্থায় থাকার পরও দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেও মেলেনি অ্যাম্বুলেন্স। যন্ত্রণায় কাতর লক্ষ্মী নগ্ন অবস্থায় হাসপাতাল চত্বরে ছটফট করতে থাকেন বলে অভিযোগ। মানবিক মুখ দেখায় পুলিশ। খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে নিজেদের অ্যাম্বুলেন্সে করে দু'জনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করে। এই বিষয়ে রোগীর আত্মীয় শিল্পা পণ্ডীত বলেন,'দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরেও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। রোগী ছটপট করছে। আগুনে পোড়া অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে হাসপাতাল চত্বরে।' অপরদিকে ওই হাসপাতালের বিএমওএইচ বলেন, 'এই গ্রামীণ হাসপাতালে প্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স আছে। আর কোনও অ্যাম্বুলেন্স নেই।' অপরদিকে গোঘাট দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগম বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। অ্যাম্বুলেন্স আছে বলে জানতাম। কিন্তু সাধারণ রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স নেই এটা জানতাম না। আমরা চেষ্টা করছি। যাতে ওই হাসপাতালে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া যায়।' সাংসদ মিতালি বাগ বলেন,' খুব দ্রুত কামারপুকুর হাসপাতালকে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে এই ঘটনার পর হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

চণ্ডীতলায় বিএলও'র তৃণমূল যোগ!

ছবি দেখিয়ে দাবি বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চণ্ডীতলা দু'নম্বর ব্লকে খগেন সমাদ্দার সহকারী শিক্ষক। তিনি ২৮৯ নম্বর বুথের বিএলও। অন্যদিকে দেবাশিস সরকার ২৮৯ নম্বর বুথের বিএলও। এসআইআরের মূল পর্ব শুরু হতেই জোর শোরগোল চণ্ডীতলায়। এক বিএলও-র তৃণমূল যোগের ছবি দেখিয়ে সরব হয়েছে পদ্ম শিবির। বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মিত্রের দাবি, এরা দীর্ঘদিন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। অতীতেও তাঁদের তৃণমূলের একাধিক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে দেখা গিয়েছে।

যদিও তৃণমূলের পালটা দাবি, একজন রাজনৈতিক কর্মী আর একজন সরকারি কর্মীর মধ্যে পার্থক্য আছে। যাঁরা অভিযোগ করছে তাঁদের পায়ের তলায় মাটি নেই। ঘাসফুল শিবিরের নেতাদের সাফ কথা, যাঁদের নিয়ে বিতর্ক করা হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্কই নেই।

২৮৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ শম্ভু সাউ বলছেন, 'যাঁরা এ ধরনের অভিযোগ করছেন তাঁদেরই এটা প্রমাণ করতে হবে। কেউ কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারি কর্মচারি হতেই পারে। তাঁর রাজনৈতিক সত্ত্বা নির্বাচনের সময় বোঝা যায়। কিন্তু একজন রাজনৈতিক কর্মী আর সরকারি কর্মীর মধ্যে বিস্তর অন্তর রয়েছে। মানুষ যাতে ভয় না পায় তাই আমরা ময়দানে রয়েছি। এই মানুষদের দ্বারাই তো সরকার নির্বাচিত হয়েছে। আর দেবাশিস সরকার একজন সরকারি কর্মী। আমাদের ওয়ার্ডে দলের কোনও মিটিং-মিছিলে অংশ নেয়নি।' অন্যদিকে বিএলও দেবাশিস সরকার সাফ বলছেন, 'আমি তৃণমূল কর্মী নই। নিরপেক্ষভাবেই আমরা কর্তব্য পালন করছি।' যদিও তাতে ক্ষোভ থামছে না বিজেপির। বাড়ছে চাপানউতোর।

একই স্কুলে চার শিক্ষকই বিএলও, ব্যাহত হতে পারে পড়াশোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: এসআইআরের কাজ চলছে। এই কাজে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত আছেন সরকারি কর্মীরা। আর একই স্কুলে চারজন শিক্ষকই বিএলও'র কাজে নিযুক্ত হওয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে পড়াশোনা। বিষয়টি ঘটেছে হাওড়ার উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের পূর্ব তপনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। জানা গিয়েছে, এই স্কুলে শতাধিক ছাত্রছাত্রী যেমন রয়েছে, তেমনি পঞ্চম শ্রেণির পর্যন্ত ক্লাসও রয়েছে। কিন্তু বিএলও'দের লিস্ট প্রকাশিত হতেই দেখা যায় এই স্কুলের চারজনই বিএলও কাজে নিযুক্ত। স্কুল ছেড়ে কাজের সময়ে প্রত্যেক বিএলও'কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআরের ফর্ম দিয়ে আসতে হবে। অথচ স্কুলও বন্ধ রাখা যাবে না, এই পরিস্থিতিতে স্কুল শিক্ষকই যদি বিএলও কাজে নিযুক্ত হয়ে যান, তাহলে স্কুল চালাবে কে? উঠছে সেই প্রশ্ন। বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম সদুত্তর নেই কোনও পক্ষের কাছেই।

খণ্ডঘোষে শুরু এসআইআর-এর ফর্ম বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় ভোটার তালিকা এসআইআর-এর কাজ। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন ব্লকে দেখা গেল নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো বিএলও'রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ করছেন এবং মানুষকে সেই ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের তরকোনা গ্রামে এদিন দেখা যায় বিএলও'রা সক্রিয়ভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম বিলি করছেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি'র বিএলএ'রা। বিএলও'রা ভোটারদের আতঙ্ক বা বিভ্রান্তি দূর করে শান্তভাবে বোঝাচ্ছেন কীভাবে এই এসআইআর-এর ফর্ম

পুরন করবেন। এবং বিএলও আবার বাড়ি বাড়ি এসে পুরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করবেন। যদিও স্থানীয় মানুষরা জানিয়েছেন, যেভাবে তাঁদের বোঝানো হচ্ছে তাতে কারোর বুঝতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না।

দুর্গাপুর মহকুমা আদালত বার কাউন্সিলের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ৪ নভেম্বর ২০২৫ সকাল থেকে টানটান উত্তেজনার পরিবেশে শুরু হয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা আদালত বার কাউন্সিলের নির্বাচন। প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন এবছর ভোটার, প্রার্থী ও আইনজীবীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এবারে নির্বাচনের ২৬টি আসনের জন্য প্রতিযোগিতা করছেন মোট ৯৭ জন প্রার্থীদের সদস্যপদ জয়ের লক্ষ্যে প্রার্থীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের প্রচার কৌশলে ব্যস্ত থাকেন। ইলেকশন কমিশনার কাঞ্চন মিত্র মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ জানান, এবারে নির্বাচনের মোট ভোটারের সংখ্যা ৯২৩ জন। সম্পূর্ণ সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলেছে। আদালত পরিসর ও ভোটকেন্দ্র চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ভোটের শুরু থেকেই আইনজীবীদের মধ্যে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন উদ্দীপনা দেখা গেছে। তেমনি বুথের বাইরে বিভিন্ন প্রার্থী, সমর্থকদের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। এদিন সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হলেও অনেক আইনজীবী দিনের প্রথমার্ধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের দৈনন্দিন পেশাগত কাজে ফিরে যান। বুধবার ভোট গণনার শেষ হওয়ার পরেই জানা যাবে কারা আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কমিটির সদস্য পদে আসীন হবেন। ফলে বিজয়ী প্রার্থীদের নাম জানতে এখন অপেক্ষায় পুরো আইনজীবী মহল।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: **www.achiieversfinance.com**

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 21/11/2025 তারিখে সকাল 11.45টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7394, 7473, 7481, 7530, 7536, 7556, 7569, 7573. কাকদ্বীপ ঃ 25803, 25814, 25900, 25961, 25981, 26012, 26015, 26037, 26054, 26057, 26070, 26101, 26106, 26107, 26113, 26119, 26128, 26129, 26132, 26147, 26162. বারুইপুর ঃ 4996, 50375048, 5076, 5086, 5092, 5105, 5110. ক্যানিং ঃ 9181, 9230, 9231, 9682, 9698, 9717, 9721, 9961, 10034, 10035, 10054, 10151, 10152, 10222, 10231, 10232, 10235, 10239, 10248, 10259, 10264. ফুলিয়া ঃ 10362, 10363, 10375, 11589, 11602, 11603, 11609, 12186, 12192, 12196, 12200, 12214, 12216, 12221, 12231, 12232, 12234, 12235. ডায়মন্ডহারবার ঃ 5852, 5856, 5861, 5915, 5933, 5947, 5987, 5991, 6001, 6008, 6011, 6015, 6022, 6023, 6025, 6053, 6056, 6065, 6079, 6084, 6090, 6096, 6101, 6117, 6118, 6120, 6126, 6127, 6128, 6136, 6137, 6138. বারাসাত ঃ 978, 993, 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1019, 1020, 1021. দমদম ঃ 510, 550, 556, 559, 560, 564, 565, 567, 569, 571, 572, 578, 583, 586, 587, 588, 591, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 603, 604, 609, 611, 612, 614, 615, 619, 620, 625, 626, 627, 629, 631, 632, 633, 634, 639, 640. নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ 854, 93610301074, 1117, 1124, 1135, 1136. কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ 588, 601, 602, 612. VKIA (জয়পুর) ঃ 205, 211, 228.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 28/11/2025 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 05/11/2025

Achiievers Finance India Lmtd
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD

পায়রাডাঙ্গা শাখা
গ্রাম + পোঃ - প্রীতিনগর, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সংশোধনী

মেসার্স মধুমিতা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী তপন মজুমদার এর সম্পত্তি সংক্রান্ত দখল বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে, যা এই সংবাদপত্রে ০৪.১১.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম** শ্রী তাপস মজুমদার -এর পরিবর্তে **শ্রী তপন মজুমদার** পড়তে হবে।
বাকি সমস্ত বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: ০৫.১১.২০২৫
স্থান: পায়রাডাঙ্গা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সংশোধনী

গত ০৪.১১.২০২৫ -এ প্রকাশিত এনপিআর ফাইনান্স লিমিটেড -এর "শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি – ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো" বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত কোম্পানির ঠিকানায় অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটিগ৫ -এর পরিবর্তে "অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫"; সেবি সার্কুলার নং (EBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 এবং তারিখ ১৬/০৭/২০২৫ -এর পরিবর্তে "SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97"এবং তারিখ "০২/০৭/২০২৫" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

সংশোধনী

গত ০৪.১১.২০২৫ -এ প্রকাশিত এনপিআর ফাইনান্স লিমিটেড -এর "শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি – ১০০ দিনের ক্যাম্পেইন – "সক্ষম নিবেশক" বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত কোম্পানির ঠিকানায় অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটিগ৫ -এর পরিবর্তে "অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

ফর্ম জি
এইচ এস মার্কেন্টাইল লিমিটেড-বস্ত্র শিল্প পরিচালনকারী-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	এইচ এস মার্কেন্টাইল লিমিটেড (পূর্বতন একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি) U51109WB1998PLC087477
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১৬৫/১, যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড কলকাতা, বাঁধাঘাট হাওড়া, বালি জগাছা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭১১১০৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	লিজহোল্ড সম্পত্তি অবস্থিত সনন্দ, গুজরাত কেবলমাত্র এই বিস্তারিত গৃহীত হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত এখনও পর্যন্ত পূর্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরিত হয়নি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	প্রাপ্ত নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল :	cirp.hsmpl@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U51109WB1998PLC087477
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	cirp.hsmpl@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৪.১১.২০২৫
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০১.১২.২০২৫
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৬.১২.২০২৫
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৪.১২.২০২৫
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৯.১২.২০২৫
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮.০১.২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.hsmpl@gmail.com

নীরজ কুমার সুরেকা
প্রস্তাব পেশাদার -
এইচ এস মার্কেন্টাইল লিমিটেড
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
ইমেল : ipneerajsureka@gmail.com / cirp.hsmpl@gmail.com

তারিখ : ০৪.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর, কোড নং - ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪

গাড়ির নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : দেবস্মিতা চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি : sbi.15342@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৮০০১৯৫৬৭৮১

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.১১.২০২৫
ই-নিলামের সময় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.১১.২০২৫

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত জামিনঅধীনে ঋণদাতার নিকট। স্টেট ব্যাঙ্কের (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত এবং বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ২৫.১১০২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিস্তারিত :

নাজিমা মজুমদার, এ/সি নং ৪১৫৮৩৪২৯০৪২, বকেয়া পরিমাণ **৮,৬০,২১৭.৯৭ টাকা ২৪.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **৫,২৫,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা (ইএমডি) **৫২,৫০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য **১,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিস্তারিত : মাহিন্দ্রা বোলেরো বি৬(O) বিএস-৬ রেজি. নং **WB26BU9782** রেজি. তারিখ : **১৯.০১.২০২৩** চ্যাসিস নং **MA1XK2TVXN6K37169** ইঞ্জিন নং **TVN6K82009** তৈরির বছর : ২০২৩

পর্যবেক্ষণ এবং অন্য যেকোনও প্রশ্নের জন্য : মো : ৭৯৮০০৫৪৮৯৩/৯৮৩৬৫২১৫৭৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৫.১১.২০২৫, স্থান ঃ বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এইচএলসি বিধাননগর

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো. নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - (০৩৪৭২) ২৪০-৩৪৭
স্থাপিত - ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১৯২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. ডব্লিউ.বি ১৪/২০০৯-১০

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী প্রবীর মন্ডল, মোবাইল : ৮৪৩৬৬৬৩৪৫৭, ইমেল আইডি : nbccbank@rediffmail.com / contact@nabadwipcoopbank.com

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশ অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে সস্থাবর সম্পত্তির বিক্রর জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা জনসাধারণকে, বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া নিচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি, যার ভৌত দখল (যথাক্রমে সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে) **দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লি. নবদ্বীপ, নদীয়া,** এর অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদার, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে নীচে উল্লেখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬.১২.২০২৫, সময় : ৩০০ মিনিট, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি ১০ শতাংশ	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	**প্রবীর কুমার বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত শান্তিময় বিশ্বাস**	জমি এবং ভবন পরিমাপ ৩ শতক, সম্পত্তি প্রবীর কুমার বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত শান্তিময় বিশ্বাসের নামে, খতিয়ান নং সিএস ৩৭৩২, আরএস ১১৬৫৩, এলআর ১৩৫৩৫, দাগ নং (প্লট) ১৯৩২/৩৩, আরএস ১৯৮২৩, এলআর ৪৫৯৪, মৌজা : ২০, নবদ্বীপ, দলিল নং ১-১৬৮৬ -১৯৯০ সালের শ্রেণি -বাড়ি।	**২২,১৬,৩১৪.০০ টাকা ৩১.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	৩১,৫০,০০০ টাকা	৩,১৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১০.১২.২০২৫	ইএমডি এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ১২.১২.২০২৫ দুপুর ২টো পর্যন্ত	দখলের ধরণ : স্বত্ব

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লি. নবদ্বীপ, নদীয়া, ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট : https://www.bankeauctionwizard.com** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের তাদের ইএমডি অর্থ ইএমডি এর মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। ইএমডি অর্থ **"দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লি. নবদ্বীপ, নদীয়া"**এর অনুকূলে একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক দ্বারা জারি করা ব্যাংকার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
গ) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে তারা আমাদের **ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগের বিবরণ শ্রী কুশল বোস, মোবাইল ৭৬৮৬৯১৩১৫৭, মেইল আইডি kushal.b@antaressystems.com**
ঘ) সফল দরদাতাকে দরপত্রের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমাকৃত ইএমডি পরিমাণ বাদ দিয়ে, অবিলম্বে (২৪ ঘন্টা) এবং অবশিষ্ট অর্থ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা পাবেন।
ঙ) স্ট্যাম্প শুল্ক এবং বিক্রয় শংসাপত্র/পরিবহন নিবন্ধন সম্পর্কিত সমস্ত খরচ, যদি থাকে, সফল দরদাতা বহন করবেন।

তারিখ : ০৫.১১.২০২৫
স্থান : নবদ্বীপ

অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

স্কুলের ৩ বিএলও শিক্ষককে তালা বন্ধ করলেন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বিএলও'র কাজে যেতে দেওয়া হবে না স্কুল শিক্ষকদের। স্কুলের মধ্যেই তিন শিক্ষক বিএলওকে তালা বন্ধ করে রাখলেন অভিভাবকরা। বিডিও এবং পুলিশের সহযোগিতায় মুক্তি তিন শিক্ষক বিএলও'র। মঙ্গলবার থেকে এসআইআর-এর কাজ শুরু। বিএলও যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এনামুলেশন ফর্ম তুলে দিচ্ছেন ভোটারদের হাতে। এদিন গাইঘাটা থানা এলাকায় চণ্ডীগড় স্পেশ্যাল ক্যাডার এফপি বিদ্যালয়ে মোট তিনজন শিক্ষক। আর তিনজনকেই বিএলও কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। প্রত্যেকে চলে গেলে স্কুলের ভবিষ্যৎ কী হবে? পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এদিন শিক্ষকরা স্কুলে আসতেই তাঁদেরকে অভিভাবকরা তালা বন্ধ করে রাখেন। অভিভাবকদের দাবি, সামনেই পড়ুয়াদের পরীক্ষা রয়েছে স্কুল যদি

বন্ধ থাকে তাহলে কিভাবে পড়াশোনা করবেন পড়ুয়ারা। অন্যদিকে, নিম্ন শ্রেণির পরিবারের বাচ্চারাই এই স্কুলে পড়াশোনা করে, তাই স্কুল বন্ধ থাকলেও অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশনপড়ার মতো কারও পক্ষে সামর্থ্য নেই। ফলে তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশনকে অন্য কোনও ব্যবস্থা নিতে হবে তবেই তাঁরা এই শিক্ষকদেরকে বিএলও'র কাজে নিয়োগ করতে পারবেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গাইঘাটার জয়েন বিডিও ময়ূখ ব্যানার্জি এবং গাইঘাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। দীর্ঘ সময় অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করেন স্কুলে পঠন পাঠনে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টি দেখবে। তাঁদের আশ্বাস পেয়ে তালামুক্ত হন শিক্ষকেরা। অভিভাবকদের দাবি, 'তিনদিন সময় নেওয়া হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে যদি কোনও ব্যবস্থা না হয়, তাহলে আমরা কোন শিক্ষককে বিএলওর কাজে নিয়োজিত হতে দেব না। প্রশাসন বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।' অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষক তথা বিএলও'রা দাবি করেন স্কুলটাও আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি এবং নির্বাচন কমিশনের যে কাজটা সেটা তো আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। তবে, একসঙ্গে দুটো কাজ কিভাবে সম্ভব সেটা বুঝতে পারছি না। আমরা বিষয়টি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি যাতে তাঁরা দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নেয়।'

'অমিত শাহ খুশি হয়েছেন মৃতদেহ দেখে'

ডানকুনিতে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিতর্কিত মন্তব্য কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ পেয়েই মৃতের বাড়িতে পৌঁছন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। একই সঙ্গে এই ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ি করেছেন কল্যাণ। হুগলির ডানকুনিতে মৃত্যু হাসিনা বেগমের। তৃণমূল বলছে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধার। এরপরই বাড়ে জল্পনা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বলেন, 'এসআইআর নিয়ে বিভীষিকা তৈরি করেছে বিজেপি। ভিক্ষা করে ২০০ টাকা জোগাড় করে নথি জেরক্স করে সবাই জিজ্ঞাসা করছে, 'আমার কী হবে?' সেই চিন্তায় মৃত্যু হয় হাসিনা বেগমের।' এরপর তিনি এক হাত নেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে। তিনি বলেন, 'এসআইআর নিয়ে যে টেনশনটা তৈরি করেছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং বিজেপির নেতারা, তাঁদের জন্য বাংলায় সাত, আট জন মারা গেল। বড় বড় কথা বলছেন কমিশনার, এমন একটা ঐতিহাসিক কাজ করেছেন তাতে বাংলায় আট জন মারা গেল। গণতন্ত্র শেষ করে দিলেন কমিশনার।' এরপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একহাত নেন তিনি। আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ সরাসরি বলেন, 'অমিত শাহ খুশি হয়েছেন মৃতদেহ দেখে। গুজরাটেও এই কাজ করেছেন, বাংলায় এই কাজ করলেন। অমিত শাহ আর বিজেপির লোকেদের শুধু মৃতদেহ চাই, মৃতদেহের উপর হেঁটে নির্বাচন করবে।' এরপর কোর্টেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন,

'এদের জন্য বাংলার অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। নিবার্চন কমিশন এবং বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক। এদের রক্ত চাই, এদের ডেড বডি চাই, শুধু ডেড বডি আর ডেড বডি। না হলে হবে না এদের। কত ডেড বডি ফেলবে, তবু সরকারে কোনও দিন আসবে না বিরোধী দল। নেতাও কোন দিন হবে না।' তাঁর দাবি, 'বাংলায় ২০০১ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত সরকার এক থাকলেও বিরোধী দলনেতা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দু ও হারবে। হারবে জানে, তবু বাঙালির মৃত্যু চাইছে।'

বিএলএ-২'রা যাতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন না হন, দল দেখে নেবে: অসিত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর কর্মশালায় এই বার্তাই দিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। চুঁচুড়ায় তৈরি হচ্ছে এসআইআর ওয়াররুম। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে রিপোর্ট জমা দেবেন বিএলএ ২-রা। আর সেই কাজে তাঁদের যদি কোনও আনুষাঙ্গিক সমস্যা যাতে না হয়, তা দেখে নেবে দল। এমনকি, তাঁদের 'রুটি-রুজিরও' দায়িত্ব দলেরই।

এসআইআর হোক বা নির্বাচন, প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিশনের হয়ে একেবারে তৃণমূল স্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরকেই বলা হয় বিএলও। সরকারি কর্মচারী, বিশেষ করে শিক্ষক বা ওই পদমর্যাদা এবং তার চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার কর্মীরা এই বিএলও-র দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে, বিএলএ নিয়োগ করা হয় রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে। ভোট বা ভোটার তালিকার পরিমার্জন, কমিশনের কাজে নিয়োজিত বিএলএ ১ ও বিএলএ ২-রা হলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। এরমধ্যে বিএলএ

১-এর দায়িত্ব নিয়ে থাকেন সংশ্লিষ্ট জেলার সভাপতি পদমর্যাদার নেতারা। বিএলএ ২-এর দায়িত্ব নিয়ে থাকেন দলের কর্মীরা। তাঁরা ঘোরেন বুথে-বুথে।

বলা চলে, এই বিএলএ ২-রা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করেন দিনমজুরি ভিত্তিক কাজ বা ছোটখাটো চাকরির উপর। তাই এসআইআর পর্বে তাঁদের যাতে কোনও আনুষাঙ্গিক অর্থের সমস্যা না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, 'বিএলএ ২-দের কাজ বিএলও-দের ছায়াসঙ্গী হয়ে ওঠা। গোটা এসআইআর পর্বে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা আপনারা ওদের সঙ্গেই ঘুরবেন। যাঁরা কোনও বেসরকারি চাকরি করেন তাঁদের বলব, স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা চেষ্টা করব, আপনাদের ছুটির ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আর যাঁরা টোটো-অটো চালান, তাঁরা যাতে কোনও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন না হন, সেটা দল দেখে নেবে।' ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন নিয়ে প্রথম থেকেই তৎপর রাজ্যের শাসক শিবির। চুঁচুড়ায় আয়োজিত কর্মশালা ছিল ওই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়েই। বিএলএ ২-রা যাতে আগামী এক মাস বিএলও-দের ছায়াসঙ্গী হয়ে দৈনিক রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ করেন, সেটাই সুনিশ্চিত করেছে তৃণমূল। এদিন বিধায়ক বলেন, 'বিএলএ ২-দের বলব, আমাদের বিধানসভায় একটা ওয়াররুম হবে। কতজন ভোটারের নাম তোলা হল, কে বাদ গেল, প্রতিদিন বিকাল ৬টার মধ্যে সেই হিসাব দেবেন। সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে সেই রিপোর্ট আমাকে অভিষেকের অফিসে পাঠাতে হবে।'

পরকীয়া সম্পর্ক, দুই যুগলকে বেঁধে চলল প্রহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরকীয়ার সম্পর্ক হাতেনাতে ধরে ফেলল গ্রামবাসীরা। ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা মাঝবয়সি এক পুরুষ ও মহিলাকে কাপড় দিয়ে পিচমোড়া করে বেঁধে চড় ও থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, চরম শাস্তির জন্য বসানো হয় সালিশি সভা। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। কিন্তু ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা পুলিশের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ওই দু'জনকে আটক

করে নিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুপুকুর এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ওই মহিলা পর-পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও অত্যাচারের জন্য নাজেহাল হয়েই তাঁর শাশুড়ি গ্রামবাসীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৫ বছর বয়সি ওই মহিলার স্বামী প্রায় তিন বছর আগে একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। তার স্বামী পেশায় দিনমজুর ছিলেন। পরিবারে তাঁর এক নাবালক ছেলে রয়েছে। কচুপুকুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতে বাঁধপাড়া এলাকাটি। ওই এলাকার বিশ্বজিৎ রায় নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই মহিলার। বিশ্বজিতের পরিবারে স্ত্রী ও দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন বিধবা এই মহিলার বাড়িতে এসেই বসবাস করত বিশ্বজিৎ। যাকে ঘিরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশ এবং ওই মহিলার পরিবারের পক্ষ থেকেও আপত্তি জানানো হয়েছিল। তারপরে এদিন এই ঘটনাটি ঘটে।

ওই মহিলার শাশুড়ি, সামিয়া মার্ডি বলেন, 'ছেলে মারা গেছে প্রায় তিন বছর আগে। সেই দুঃখ এখনও ভুলতে পারিনি। ছোট একটা নাতি আছে। আর ওকে ফেলে রেখেই পরপুরুষের সঙ্গে আমার বাড়িতেই প্রতিদিনই ফুর্তির আসর বসাচ্ছিল বৌমা। এটা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। দিনের পর দিন বাড়িতে এসে পর-পুরুষের অত্যাচার এবং পরকীয়া সম্পর্কের প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু ওই ব্যক্তি আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এরপরই এদিন গ্রামবাসীদের ডেকে বৌমার পরকীয়া সম্পর্ক হাতেনাতে ধরিয়ে দি-ই। আমি চাই বৌমার শাস্তি হোক।'

একাংশ গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বিশ্বজিৎ নামে ওই ব্যক্তিকে ধরা হলে পাল্টা সে মারমুখী হয়। এরপরই গ্রামের কিছু মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকায় সালিশি বসিয়েই দু'জনকেই কাপড় দিয়ে পিছিমোড়া করে বেঁধে রাখা হয় দেড় ঘণ্টা। কেউ কেউ চড় থাপ্পর এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়েও পেটায়। বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পূজা দাস জানিয়েছেন, 'বিষয়টি জানার পর পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ গ্রামবাসীরা তো করবেই। আমরা চাই গ্রামের পরিবেশ ভালো থাকুক।' হবিবপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীদের হাত থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় থানায়। দুই পক্ষই এব্যাপারে একটি অভিযোগ করেছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোনা জয়ী প্রত্যুষাকে সংবর্ধনা তৃণমূলের ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের প্রত্যুষা সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। তাকে সম্বর্ধনা দিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতাটি হয় নেপালের পানিটাঙ্কির এইচ.এম.সি হোটেলে। ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইউ এস এ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা-সহ ১২টি দেশ অংশ নিয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১২ বছর বয়সের গ্রুপে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের কোরা গ্রামের প্রত্যুষা পালও অংশ নিয়েছিল। সে ভারতের হয়ে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তবে নেপালে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার আগে তাকে নিজের জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়েছে। সেখানে সে সাফল্যের সঙ্গেই প্রথম স্থান পেয়েছিল। যার ধারা অব্যাহত রেখে নেপালেও সে প্রথম হয়ে গোল্ড মেডেল লাভ করে। তার এই সাফল্যে দেশ যেমন গর্বিত তেমনই গর্বিত পশ্চিমবঙ্গ,ও পর্ব বর্ধমান। জামালপুরের জোতশ্রীরাম অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রাম কোরা। বাবা সুমিত কোলে ও মা পিয়ালী কোলে। তাঁদের মেয়েকে নিয়ে তাদের শখ যে, যোগাসনে মেয়ে কিছু করে দেখাবে। তাঁরা বলেন ব্যারাকপুর অষ্টঙ্গ অ্যাকাডেমিতে তাঁদের মেয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। অনুশীলনের সুবিধার জন্য সে বর্তমানে চন্দননগর তেমাতা উসাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। প্রত্যুষা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে একটি গোল্ড মেডেল, একটি ট্রফি ও সার্টিফিকেট পায়। সমস্ত গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয়দের নিয়ে হওয়া চ্যাম্পিয়নের চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় সে তার থেকে অনেক বড়দের সাথে লড়াই করে রানার্স হয়। তার এই সাফল্যে যেমন তার বাবা মা খুশি তেমন রাজ্য, জেলা এবং ব্লকের সমস্ত মানুষও খুব খুশি। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, 'এটা দারুণ গর্বের ব্যাপার। জামালপুরের মেয়ের বিশ্বজয়। আমরা খুবই খুশি হয়েছেন। প্রত্যুষার জন্য খুব গর্ববোধ হচ্ছে। সোনার মেয়ে সে।' প্রত্যুষা ও তার পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টিমুখ করান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার জন্য সে ভুবনেশ্বরে হতে চলা ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নেবে বলে তার পরিবার সূত্রে জানা গেছে।'

এসআইআর শুরুর দিনেই বিতর্ক দুর্গাপুরে

বিএলও'র সঙ্গে ঘুরছেন তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাংলায় এসআইআর শুরুর দিনেই বিতর্ক দানা বাঁধলো দুর্গাপুরে। বিএলও'র সঙ্গে ঘুরছেন তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি। এনুমারেশন ফর্ম দেওয়ার দিনেই ধরাপড়ল সেই চিত্র। এভাবেই বিএলওদের ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল নেতারা কটাক্ষ বিজেপির। পালটা সাফাই তৃণমূলের।

মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলঝোড় ১০০ নং বুথে। বিএলও রিঙ্কু পোদ্দার বিএলএ মানস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফর্ম দেওয়ার কাজে বের হন। বিতর্কের শুরু হলো আচমকা ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি বাপ্পা রায় এই দলে যোগ দিয়ে বাড়ি বাড়ি ভোটার লিস্ট নিয়ে ভোটারের সঙ্গে কথা বলাকে কেন্দ্র করে। কেন তৃণমূল নেতা এই কমিশনের দলে? এই প্রশ্ন তুলে সরব বিরোধীরা। কিছুই জানতেন না জানালেন, বিএলও রিঙ্কু পোদ্দার। একই সাফাই বিএলও দুই মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নিজের দোষ স্বীকার করে দলের সঙ্গ ছাড়েন তৃণমূলের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি বাপ্পা রায়। সব মিলিয়ে এসআইআর শুরুর দিন প্রথম দিনেই বিতর্ক দিয়েই শুরু দুর্গাপুরে। কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই বলেন,'নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিএলএ ২ এ থাকতে পারেন। কিন্তু তৃণমূল নেতা কেন গেল?

রথযাত্রায় কাঠের চাকায় রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু নাবালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দিদার সঙ্গে পুষ্প রথযাত্রা দেখতে গিয়ে কাঠের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল সাত বছর বয়সি এক নাবালকের। সোমবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি ঘোষপাড়া এলাকায়। এই ঘটনার পর মৃত ওই নাবালকের বাড়ি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সারদা কলোনি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এই দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার রথযাত্রা এবং বাৎসরিক উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম কৃষ্ণ শর্মা,(৭)। সে সারদা কলোনি এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজির মাধ্যম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। মৃত ছাত্রের বাবা বিটু শর্মা এবং মা আভা শর্মা স্থানীয় একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে কর্মরত। তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিল কৃষ্ণ। সোমবার রাতে তার দিদার সঙ্গে এলাকার পুষ্প রথযাত্রায় সামিল হয়। রথযাত্রার সময় সে রথের ওপর বসেছিল। কিন্তু মঙ্গলবাড়ি ঘোষপাড়ার কাছে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে রথ ওঠার সময় হঠাৎ করেই সাত বছরের বালক কৃষ্ণ রথের ওপর থেকে পড়ে যায়। ওই সময় রথের পেছনের কাঠের চাকায় পিষ্ট হয়ে সে গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সারদা কলোনি

এলাকার ব্রজধাম মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব ছিল। ওইদিন সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের পুষ্প রথযাত্রা বেরিয়েছিল। রথযাত্রা দেখতে ওই নাবালক তার দিদা জানকি শর্মার সঙ্গে যায়। স্থানীয় কাউন্সিলর অসীম ঘোষ জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। ওই পরিবারটিকে সমবেদনা জানিয়েছি। এদিকে ব্রজধাম মন্দির কমিটির সভাপতি বিভূতি ঘোষ জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কিভাবে সান্তনা দেব ওই পরিবারটিকে কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এই দুর্ঘটনার উপর বাৎসরিক কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএসআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০

CIN No: L74300WB1983PLC036342 টেলি নং: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪ ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.nexomecap.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ -তে, প্রতি শেয়ার ডাটা ব্যতীত)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	৬ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	৬ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	৮৯৯.৮৯	৭২১.২৫	২,৬৪৪.৫৩	৪,৪২১.৮৩	৯০৩.৮৩	৭২৪.৯৪	২,৬৫২.৭৬	৪,৪৪১.০২
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী	১৬৮.০২	৩৯.৯৮	৩৬৫.৮৮	২৬৪.৩৫	১৩৪.৪৩	৩৮.৯৬	৩৩১.০২	২৬২.৭০
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী	১৬৮.০২	৩৯.৯৮	৩৬৫.৮৮	২০৫.৮৩	১৩৪.৪৩	৩৮.৯৬	৩৩১.০২	২০৪.১৭
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	১৩৩.৪৩	২৫.৮০	২৬১.৩৮	১১৭.৯৬	৯৯.৮৬	২৪.৮৯	২২৬.৬২	১১৬.৬৫
মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য {লাভ/(ক্ষতি)করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য}	১,০৪৪.২৮	২,১৮৬.৪৪	৩১৪.৭২	২,০২১.৭০	১,০৬৪.৪৩	২,১৮১.৬০	১৭৩.১০	২,০২৫.২৯
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৫৮৭.৭০	৫৫৮.৫০	৫৮৭.৭০	৫৮৭.৭০	৫৮৭.৭০	৫৫৮.৫০	৫৮৭.৭০	৫৮৭.৭০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)								
ক) মৌলিক ( )	২.২৭	০.৪৬	৪.৪৫	২.০৭	১.৭০	০.৪৫	৩.৮৬	২.০৪
খ) মিশ্রিত ( )	২.১০	০.৪৬	৪.১১	১.৯৯	১.৫৭	০.৪৫	৩.৫৬	১.৯৭

উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফম্যার্টের সারাংশ।

ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nexomecap.com -এ।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৪.১১.২০২৫

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
কিশোর শাহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00170502

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

AXIS BANK

১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	প্রাপ্ত ঋণ অধীনে সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর হইতে)	বকেয়া (দাবি) টাকা	প্রদত্ত ঋণ পরিমাণ
১	**১. মেসার্স নেক্সাস মারকম প্রা. লি.** ৪৮/৫বি অনাথ নাথ দেব লেন পো - চিৎপুর, টালাপার্ক, কলকাতা - ৭০০০৩৭ **আরও ঠিকানা -** গ্রাম - ঘটিগাছা, পো - বৈদ্যপুর, থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১২৫৬ **২. শ্রী অমিত ঘোষ** ৪৮/৫/বি অনাথ নাথ দেব লেন, বেলগাছিয়া, পো - চিৎপুর, টালাপার্ক, কলকাতা - ৭০০০৩৭ **৩. শ্রী অর্জুন ঘোষ** পিতা অধীর ঘোষ ৪৮/৫/বি অনাথ নাথ দেব লেন, বেলগাছিয়া, পো - চিৎপুর, টালাপার্ক, কলকাতা - ৭০০০৩৭ **৪. শ্রী রাজ কুমার ঘোষ** পিতা অধীর ঘোষ ৪৮/৫/বি অনাথ নাথ দেব লেন, বেলগাছিয়া, পো - চিৎপুর, টালাপার্ক, কলকাতা - ৭০০০৩৭	প্রাথমিক জামিন : ● সংস্থার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় চালু সম্পদের দায়বদ্ধতার মাধ্যমে জামিন। সমপরিমাণ জামিন : ● সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.০৫২৫ একর (বাণিজ্যিক) অবস্থিত দাগ নং ২৪৮, আরএস খতিয়ান নং ৮১৪, এলআর খতিয়ান নং ৩২৯, (পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ৬৯২ অনুযায়ী) মৌজ : গটিগাছা, জেএল নং ১৬৪ , থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া। সম্পত্তি রাজকুমার ঘোষের নামে। ● সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.৫২৫ একর (বাণিজ্যিক) অবস্থিত দাগ নং ২৪৮, আরএস খতিয়ান নং ৮১৪, এলআর খতিয়ান নং ৩২৯, (পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ৬৯২ অনুযায়ী) মৌজ : গটিগাছা, জেএল নং ১৬৪ , থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া। সম্পত্তি অর্জুন ঘোষের নামে। ● সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.১১০০ একর (বাণিজ্যিক) অবস্থিত দাগ নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯২/১, (পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ৬৯২ অনুযায়ী) মৌজা : ঘটিগাছা, জেএল নং ১৬৪, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া। সম্পত্তি রাজকুমার ঘোষের নামে। ● সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.১১০০ একর (বাণিজ্যিক) অবস্থিত দাগ নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯২/১, (পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ৬৯১ অনুযায়ী) মৌজা : ঘটিগাছা, জেএল নং ১৬৪, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া। সম্পত্তি অর্জুন ঘোষের নামে। ● সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৯.৩০ ডেসিমেল (বাণিজ্যিক) অবস্থিত দাগ নং ২৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫১, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৫, মৌজা : ঘটিগাছা, জেএল নং ১৬৪, থানা : গাংনাপুর, জেলা : নদিয়া। সম্পত্তি রাজকুমার ঘোষের নামে।	ক) ৩০.০৮.২০২৫ খ) ৩১.০৩.২০২৫	২,০১,৬৯, ৫৬০.৫৩ টাকা (দুই কোটি এক লাখ উনসত্তর হাজার পাঁচশ ষাট টাকা এবং তিপান্ন পয়সা) লোন এ/সি নং ************ ৮৭৬১ অধীন ১২.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)	২ কোটি টাকা (দুই কোটি)
২	**১. মেসার্স ডি এ পি ইভা কালেকশন** ডব্লিউ - ১৮৮/৩, এস এ ফারুকি রোড ওয়ার্ড নং ১৩৯, বড়তলা, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৮ **২. শ্রী এসকে আবিদ আলি (স্বত্বা)** পিতা এসকে আনসার আলি এক্স - ২৬/১, এস এ ফারুকি রোড, [illegible]	**সমপরিমাণ জামিনদত্ত** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ১২ ছটাক , অবস্থিত মৌজা : গার্ডেনরীচ, প্রেমিসেস নং এক্স-২৬/১, এস এ ফারুকি রোড, সিট নং ৩৯, অংশ আরএস দাগ নং ৭৪ এবং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৩১ এবং ৩৪, থানা : মেটিয়াব্রুজ (পুরানো) নদিয়াল (নতুন) কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৪০, কলকাতা -৭০০০১৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন সমুদয় সহ। দাগ নং ৭৪: ৩ ছটাক ৩৬ বর্গফুট; ৭৫: ১ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট; মোট: ১ কাঠা ১২ ছটাক। [illegible]	ক) ২১.০৪.২০২৫ খ) ২৬.১২.২০২৪	৮৬,৩২,৫১৩.৭০ টাকা (ছিয়াশি লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশ তেরো টাকা এবং সত্তর পয়সা) লোন [illegible]	৮৫,০০,০০০ টাকা (পঁচাশি লাখ টাকা)
৩	১. মেসার্স সানায়া গারমেন্টস [illegible] ২. শ্রী নাজিরউদ্দিন খান (স্বত্বাধিকারী) [illegible]	[illegible]	ক) ২৯.০৪.২০২৫ খ) ২৯.১১.২০২৪	[illegible]	[illegible]

[illegible]

তারিখ : ০৫.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

হরিয়ানায় ছাত্রীকে পর পর গুলি, অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি জারি

চণ্ডীগড়, ৪ নভেম্বর: কোচিং থেকে ফেরার পথে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের বল্লভগড়ে। কিশোরীর হাত এবং পিঠ ফুঁড়ে দিয়েছে গুলি। গুরুতর জখম অবস্থায় সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, অনেক দিন ধরেই তাকে উত্ত্যক্ত করছিলেন অভিযুক্ত যুবক যতীন মঙ্গলা। বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনাও হয়। যতীনের পরিবার দাবি করে, তাদের ছেলে দ্বিতীয় বার এই কাজ আর করবেন না। ফলে ছাত্রীর পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেনি। কিন্তু বিষয়টি সেখানে থেমে থাকেনি। সকলের অজান্তেই ছাত্রীর পিছু নেওয়া শুরু করেন। প্রতি দিন তাকে অনুসরণ করতেন।

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **06/ BOKHARA-|| GP/APAS/ 2025-26, Dated-30/10/2025, The Last date of online submission of tender is 08/11/2025 upto 14.00 hours.** For details please visit website **http:// wbtenders. gov.in**

Md. Safirul Islam (Prodhan, Bokhara-II GP)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 77, 78 & 79/PW/Eng/APAS/25 Dt. 04-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 49/WS/Eng/ APAS/2025 Dt. 10-10-2025
Bid Submission period: 24.11.25 instead of 03.11.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

NOTICE INVITING e-TENDER
e NIT No- Bil-II/127/APAS/ 2025 (Sl No - 1 to 4)
The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 4 (Four) Nos. work under APAS fund. Bid submission closing (on-line): **21.11.2025 up to 16:00 Hrs.** For details information/ downloading/uploading etc. may visit the website: **http://etender.wb.nic.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Bilkanda-II GP

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT–44/2025-2026
Memo No:- 2933/PWD/BM/2025-2026, Dated- 31.10.2025
Number of Work:- 16 (Sixteen) Sl. No. 1 -16.
16 Nos. Upgradation of CC drain work in different location of Bolpur Municipality. Last Date of Submission 24.11.2025 at 9:00 A.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.wbtenders.gov.in**
(2) WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT–45/2025-2026
Memo No:- 2934/PWD/BM/2025-2026, Dated- 31.10.2025
Number of Work:- 22 (Twenty Two) Sl. No. 1 -22.
22 Nos. Upgradation of CC drain work in different location of Bolpur Municipality. Last Date of Submission 24.11.2025 at 9:00 A.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.wbtenders.gov.in**
(3) WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT–46/2025-2026
Memo No:- 2935/PWD/BM/2025-2026, Dated- 31.10.2025
Number of Work : 3 (Three) Sl. No. 1-3.
3 Nos. Upgradation of CC drain work in different location of Bolpur Municipality. Last Date of Submission 24.11.2025 at 9:00 A.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- (1st Call), 30/2025-26 Memo No:- 1702/GM, Dated: 04.11.2025 (01 No. work) & 31/2025-26, Memo No. 1703/GM Dated : 04.11.2025 (06 No. Works.) are invited by Guskara Municipal Authority under Amader Para Amader Samadhan for Booth No. 210 & 185 respectively. Last date of bid submission of e-tenders are **24.11.2025 up to 12.00 P.M.** For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

---

e-TENDER NOTICE
N.I.Q. Memo No.: 3005/Bh-I BLOCK, dated 03/11/2025, N.I.Q. Memo No.: 3006/Bh-I BLOCK, dated 03/11/2025, N.I.Q. Memo No.: 3007/Bh-I BLOCK, dated 03/11/2025, N.I.Q. Mero No.: 3008/Bh-I BLOCK, dated 03/11/2025 has been published. Details of N.I.Q: Office Notice Board of the undersigned.
Sd/-Block Development Officer, Bharatpur -I B.D.O, Murshidabad.

Tender Notice
E-Tenders are invited by the Prodhan, **Bali-II Gram Panchayat** (Under Nowda Panchayat Samity), Shyamnagar, Nowda, Dist- Murshidabad, NIET NO-04/ 2025-26. Last date of submission (online) **22.11.2025 up to 10.00 a.m.** For further enquiry please visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Bali-II Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Bhagirathpur GP, Msd from bonafied agencies for 2 nos of works in the **NIeT 06/DOM/BGP/15thFC/25-26, dt 03/11/2025.** Last date of bid submission **24/11/2025 up to 14:00** hrs for details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Bhagirathpur GP
Murshidabad.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/741/25-26 Dated 15.10.2025	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD WITH SURFACE DRAIN AT RABINDRANAGAR SECTOR 2 TO JORA SHIB MANDIR IN WARD NO-04 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 10,34,733.00

Bid Submission end date is being extended from **03.11.2025 at 11-00 hrs to 27.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত মতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ	টেন্ডার জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	এইচএমসি এরিয়ার অধীন বিভিন্ন কনজারভেন্সি কাজের জন্য (২য় ডাক)	৪৩/কনস/২৫-২৬, তারিখ : ২৯.১০.২০২৫	১৯.১১.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
২.	এইচএমসি এরিয়ার অধীন বিভিন্ন কনজারভেন্সি কাজের জন্য (৪র্থ ডাক)	৪৪/কনস/২৫-২৬, তারিখ : ২৯.১০.২০২৫	১৮.১১.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৩.	এইচএমসি এরিয়ার অধীন বিভিন্ন কনজারভেন্সি কাজের জন্য (২য় ডাক)	৪৫/কনস/২৫-২৬, তারিখ : ২৯.১০.২০২৫	২১.১১.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৪.	এইচএমসি এরিয়ার অধীন বিভিন্ন কনজারভেন্সি কাজের জন্য (৪র্থ ডাক)	৪৬/কনস/২৫-২৬, তারিখ : ২৯.১০.২০২৫	১৯.১১.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত

অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৭১(৩)/২৫-২৬
০১.১১.২৫
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Ballavpur, Uttar Ballavpur, Mandir Bazar, South 24 Pgs.
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for 12 Nos. development works vide **NIT No. WB/HOW/BJPS/JGP/ NIT-29(1-12)/2025-26, dated- 16.10.2025. Fund: APAS.** Bid submission start date & time : **20.10.2025 at 09.00 AM.** Bid submission end date & time : **11.11.2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening date & time : **13.11.2025 at 11.00 AM.** Details are available in website **https:// wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
P.O.- RAMJIBONPUR
DIST-PASCHIM MEDINIPUR PIN CODE-721242 Dial 03225 279523
E-mail ramjibonpur_municipality@yahoo.co.in,
Notification
রামজীবনপুর পৌরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার দ্বারা অনুমোদিত খসড়া "Municipal Solid Waste Management Bye Laws-2025" টি নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে আগামী ইং ০৮/১১/২০২৫ হইতে ০৩/১২/২০২৫ তাং পর্যন্ত পৌর কার্যালয়ে রাখা থাকিবে। উক্ত বিষয়ে নাগরিকদের কোনো অভিযোগ বা পরামর্শ থাকিলে, তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।
Sd/- K. Tewari
Chairman
Ramjibonpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৫/৬৪ তারিখঃ ০৩.১১.২০২৫। প্রিন্সিপাল চীফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি** যথাক্রমে ঃ- (১) **১০২৫১৯২৬;** অ্যালুমিনিয়াম ইমপেলার এবং কেসিং। সহ ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলিং ইউনিট; ₹ ১,৪৯,৭৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২) **১১২৫১৮১৪;** ফুট স্টেপ ব্যবস্থা ইত্যাদি সংগ্রহ; ₹ ১,৪৮,১৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৩) **১৫২৫৫০৩১বি;** ৩০/০৫ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ইওটি ক্রেন সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং; ₹ ১,৫২,২০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৪) **১০২৫১৭৯১;** ৫৮ টিথ গিয়ার হুইল ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,৪৭,৯৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৫) **১১২৫১৮১৮;** টু-পিস গ্লাস শাটার (এফআরপি) অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,২৬,৩৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৬) **২০২৫১০৯২;** সংযুক্তি অনুসারে ১৩টি আইটেম সমন্বিত লেভেলিং ভালভের জন্য ওভারহলিং কিট; ₹ ১,৫২,১৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৭) **২০২৫১০৮৭;** এম/কোচের অ্যাক্সেল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য লোয়ার রাবার ওয়াশার; ₹ ১,১২,৯৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৮) **১৫২৫৫১২৮;** ০৩ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং ইত্যাদি; ₹ ১,২৬,৮৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৯) **১০২৫২১৪২এ;** পি৭/জি৯ লোকোর জন্য স্ফেরিব্লক; ₹ ১২,৫৪,৪৩০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১০) **১১২৫১৮৩৩;** সেকেন্ডারি ল্যাটারাল ড্যাম্পার; ₹ ২,১৭,৫১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৫, তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১১) **১১২৫১১৫০;** এলএইচবি এসি কোচ ইত্যাদির জন্য সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার সংগ্রহ; ₹ ৪,৯১,৯৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫, তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১২) **১১২৫১৫৪৮;** নাকল; ₹ ১,৬০,৭০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.১১.২০২৫, তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৩) **০৪২৫৫০২০;** স্টপ ব্রেক ভালভ এসবিএস-৩০বিএ এসএই৬ এমএইচ ৬৫৩৩৬৩ অথবা কন্ট্রোল ভালভ ব্লক এনজি৩২ কিউ৬০০ ডিপি৩০ আইডেন্টিটি নং ৬৫৩৩৬৩/০২ অথবা কাউন্টারেবল ভালভ ব্লক এনজি৩২ কিউ৬০০ ডিপি৩০ আইডেন্টিটি নং ৬৫৩৩৬৩/০২, মেক - মন্টান; ₹ ২,০৬,৪৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৪) **১১২৫১০১০;** সাইড বেয়ারার ইত্যাদির জন্য ওয়্যারিং পিস সংগ্রহ; ₹ ১,৮৩,৬৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৫) **০৭২৫১০০২এ;** ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড, ক্লাস-এ২ (রুটাইল টাইপ), কোটিং-এর ধরণঃ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মিডিয়াম আইআরএসঃএম-২৮/২০২০ এবং এসটিআরঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু০১ রিভ-০৩, কোড আইএসঃ ৮১৪-২০০৪ (আর ২০১৬) অনুযায়ী, আকারঃ ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি; ₹ ২,২৮,৩৮০; (১৬) **১১২৫১৬৪২;** রেগুলেটেড ব্যাটারি চার্জার ইত্যাদি; ₹ ১৭,০৭,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্রম নং ১৫ এবং ১৬ প্রতিটির জন্য ২৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৭) **১১২৫২৬২৩;** নাকল; ₹ ৫,৫৩,৯২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৮) **১৫২৫৫০০৫বি;** স্পেসিফিকেশন নং অ্যানেক্সার/ইওটিসি/৫টি/কেপিএ অনুসারে ইওটি ক্রেন ক্যাপাসিটি ৫টি; ₹ ১,৪১,৪০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৯) **১২২৫৪০০৭;** এইচবিএন ইনসুলেটিং লাইনার ৬৬ থেকে আরডিএসও ড্র. নং টি-৩৭০৬ পর্যন্ত রানিং কন্ট্রাক্ট; ₹ ২০,০০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২০) **২২২৫৫২২৭এ;** ইনজেকশন লুসপেটারসেপ্ট ২৫ মিলিগ্রাম আইটেম কোড নংঃ এম২৫১০৩৩, এআই ২৫-২৬; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ২০ প্রতিটির জন্য ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরে উল্লিখিত সমস্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটটি দেখুন।
STORES-46/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1261/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Dhiman adhikari to H/O Krishna via H/O Ganesh Naskar in Ward No.-02 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-123,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 9,78,404.00
WBMAD/ULB/ RSM/1263/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Oliovi Appt. to H/O Samarpan in Ward No.- 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-159, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 8,48,070.00
WBMAD/ULB/ RSM/1266/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Subodh Sarkar to Naren Mondal at N. Pally (Purbo) in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 93 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,78,542.00
WBMAD/ULB/ RSM/1267/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation Work of Drain from Dulal Sarkar towards Sitala Mondir at J. Sarkar Road in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.- 70 (Proposal Serial No.: 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 5,59,862.00
WBMAD/ULB/ RSM/1280/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate For Construction of Concrete road & U.C. Ballah Pilling work from Mamud shop to H/O Abdul Kuddus Mistry via H/O Palan,(Proposed SL No-01) at Booth No-216 of Ward No-34, Under Rajpur- Sonarpur Municipality within AC-151 Sonarpur Uttar.	Rs. 7,27,178.00
WBMAD/ULB/ RSM/1326/25-26 Dated 03.11.2025	Upgradation of Surface Drain Culvert from H/O Swapan Sarkar to H/O Sahadev Jana (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 145 of Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 6,66,195.00
WBMAD/ULB/ RSM/1327/25-26 Dated 03.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 2/164) beside H/o Balai Ghosh at Booth No.-164 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 6,04,716.00
WBMAD/ULB/ RSM/1328/25-26 Dated 03.11.2025	Upgradation of Pond by Sal Bullah Pilling work near Bashalipara Kalir Than at R.N.T Road in Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-166, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 5,47,057.00
WBMAD/ULB/ RSM/1329/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Upgradation of Surface Drain from H/O Aurobinda Sharma Towards H/O Sagar Das (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 182 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 6,32,258.00
WBMAD/ULB/ RSM/1330/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Covered Drain From Taltala to H/O Sukumar Naskar via H/O Shyamal Naskar to H/O Tapas Sorkar in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S. Booth No.-223, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,24,427.00
WBMAD/ULB/ RSM/1331/25-26 Dated 03.11.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Purna Chandra Maity towards H/O Mita Ganguly in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-277, (Proposal Serial No.-07), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 6,86,263.00
WBMAD/ULB/ RSM/1332/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road with Piling From H/O Madan mohon Biswas to H/O Biswajit Biswas in Ward No.-05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name- A.P.A.S. Booth No.-279, (Proposal Serial No.-2), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,12,480.00
WBMAD/ULB/ RSM/1333/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Sonapota 1no Sector to H/O Jagadish Haldar in Ward No.-05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-282,(Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 9,76,279.00
WBMAD/ULB/ RSM/1334/25-26 Dated 03.11.2025	The Upgradation of Bituminous Road (marked as Sl. 2/313) from H/o Mohammad Gazi to Didar House at Booth No.-313 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,23,815.00

Bid Submission end date: **27.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Construction of C. Drain	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-12/2025-26	4.30 Lakh	24.11.2025 at 2.00 PM
2.	Construction of Cov. slab		1.38 Lakh	
3.	Construction of C. Road & cover slab for drain		3.73 Lakh	
4.	Construction of cover slab for drain		1.07 Lakh	
5.	Construction of cover slab for drain		1.0 Lakh	
6.	Construction of Pond side railing		1.18 Lakh	
7.	Repairing of road protection wall		1.87 Lakh	
8.	Construction of RCC Drain		1.07 Lakh	
9.	Construction of Concrete Drain & slab		1.12 Lakh	
10.	Construction of concrete Road		6.99 Lakh	
11.	Construction of PCC Road		6.81 Lakh	
12.	Construction of cover slab & repairing of Drain		1.63 Lakh	
13.	Construction of concrete Drain		6.62 Lakh	
14.	Construction of RCC Drain		1.34 Lakh	
15.	Construction of PCC road		1.58 Lakh	
16.	Construction of PCC Road & RCC Drain		5.49 Lakh	
17.	Construction of Concrete Drain		2.65 Lakh	
18.	Repairing of Drain		1.82 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1346/25-26 Dated 03.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road & Surface Drain with Slab (marked as Sl. 3 / 313) from H/o Ujir Sk. to H/o Ochar at Booth No.-313 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,86,353.00
WBMAD/ULB/ RSM/1347/25-26 Dated 03.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road & Surface Drain with Slab (marked as Sl. 5 / 313) beside Sonali Sibir Club at Booth No.-313 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,70,331.00
WBMAD/ULB/ RSM/1348/25-26 Dated 03.11.2025	The Construction of Proposed Surface Drain with Slab (marked as Sl. 4/266) from H/o Chittaranjan Das to H/o Bapi Chakraborty at Booth No.-266 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,23,283.00
WBMAD/ULB/ RSM/1349/25-26 Dated 03.11.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 3/266) from H/o Kalyani Dey to H/o Shribas Das at Booth No.-266 of Ward No.-31, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,33,440.00
WBMAD/ULB/ RSM/1350/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From Dishari Sangha Club to H/O Bandana Das in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-277, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,27,121.00
WBMAD/ULB/ RSM/1351/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Tarapada Bera to H/O Nanda Dulal Dhar in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-277, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,49,108.00
WBMAD/ULB/ RSM/1352/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with RCC Slab from Milan Sangha Math to H/O Sudhangshu Shekar Sinha in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-223, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,53,291.00
WBMAD/ULB/ RSM/1353/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Manik Jana to Pepsi Drain in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-224, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,22,428.00
WBMAD/ULB/ RSM/1354/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Arnab Naskar to H/O Gopal Das via H/O Uttam Bag in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-224, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,17,867.00
WBMAD/ULB/ RSM/1355/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Pintu Sarder to H/O Laxmi Sarder in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-132,(Proposal Serial No.-4)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,46,302.00
WBMAD/ULB/ RSM/1356/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From Kalyan Pratistan Club to H/O. Mosalauddin Mandal in Ward No.-07 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.-296,(Proposal No.-1) Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,54,241.00
WBMAD/ULB/ RSM/1357/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Gobinda Haldar to H/O Babua Dey in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-274, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,65,962.00
WBMAD/ULB/ RSM/1358/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Ramonikanta Roy to H/O Dulal Saha in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-274,(Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,16,832.00
WBMAD/ULB/ RSM/1359/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Krishna Sing to H/O Nirmal Naskar in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-283, (Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,57,042.00
WBMAD/ULB/ RSM/1360/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Bijoy Builders to H/O Samiran Dey via Binoy Kundu in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-283, (Proposal Serial No.-2)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,01,639.00

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1262/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Jaladhar Haldar to H/O Shyamal in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-159, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,28,104.00
WBMAD/ULB/RSM/1264/25-26 Dated 01.11.2025	Repairing of concrete road from Dilip Shil's house towards Sudarshan Dutta's house in Ward no-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-134(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur	Rs. 4,86,484.00
WBMAD/ULB/RSM/1265/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from Sambhu Shaw (near Soni Mandir house towards Tarak Malakarhouse in Ward no-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-134(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,93,667.00
WBMAD/ULB/RSM/1268/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Rekha Sur towards Manik Ghatak at Premendrapally in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138(Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,05,337.00
WBMAD/ULB/RSM/1269/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Tapan Kr. Samanta towards Amit Sur at Khoka Dar Shop in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138(Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,79,427.00
WBMAD/ULB/RSM/1270/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Purnima Ray towards Jharna Ray at Sitalatala Baikunthapur Road in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138(Proposal Serial No.: 04), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,04,793.00
WBMAD/ULB/RSM/1271/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Nibadita Gupta towards Sanjay Ray at Premendrapally in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,09,557.00
WBMAD/ULB/RSM/1272/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dipak Sarkar towards Uma Duttagupta at Jadab Sarkar Road in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 70 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,39,810.00
WBMAD/ULB/RSM/1273/25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Dipa Karkar towards Khokan Sarkar at J. Sarkar Road Sarkarpara in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 70 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,79,552.00
WBMAD/ULB/RSM/1274/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Hajarial Das to Debasish Patra at N.Pally (P) in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 94 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,06,837.00
WBMAD/ULB/RSM/1275/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Culverts Cross Drain beside Shib - Tara Marbel's shop at N.Pally (Paschim) in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 94 (Proposul Serial No - 06), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,27,798.00
WBMAD/ULB/RSM/1276/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Rabindranath Roy to Kashinath Dutta at N.Pally (P) in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 94 (Proposal Serial No - 07), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,06,042.00
WBMAD/ULB/RSM/1300/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Upgradation of C. C. Road from H/O Bakkar Mondal to Buridal Ground (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 206 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 4,62,688.00
WBMAD/ULB/RSM/1301/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Upgradation of C. C. Road & Covered Drain from H/O Robiul Mondal to H/O Amir Mondal (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 206 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,27,735.00
WBMAD/ULB/RSM/1302/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Upgradation of C. C. Road from H/O Joynal Mistry to H/O Gaffar Mistry (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 206 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,21,081.00
WBMAD/ULB/RSM/1303/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road with Drain in front H/O Najma Bibi in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-224, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,06,399.00
WBMAD/ULB/RSM/1304/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Covered Drain From H/O Bacchu Saha to H/O Haran Pal at Natun Para in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-224, (Proposal Serial No.-06), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,28,830.00
WBMAD/ULB/RSM/1305/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Semi Das to H/O Ingal Dutta (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 248 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,62,755.00
WBMAD/ULB/RSM/1306/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Samir Karmakar to Khudiram Karmakar and H/O Samar Dutta to H/O Protap Dutta and H/O Bimal Saha to H/O Ganesh Paul and H/O Dalia Das to main road (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 248 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 3,52,977.00
WBMAD/ULB/RSM/1307/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Monojit Mandal to H/O Aaijul in Ward No. - 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-295, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,86,385.00
WBMAD/ULB/RSM/1308/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Masum Shek to H/O Khalek Laskar in Ward No.-07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-295, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,62,325.00
WBMAD/ULB/RSM/1309/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Kusumba Jame Masjid to H/O Samsur Ali Molla in Ward No. - 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-295,(Proposal Serial No.-5)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,34,317.00
WBMAD/ULB/RSM/1335/25-26 Dated 03.11.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 1/196) beside Sashi Bhusan Sarani (2nd Lane) at Booth No.-196 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,41,893.00
WBMAD/ULB/RSM/1336/25-26 Dated 03.11.2025	The Repairing of Bituminous Road and Drainage System (marked as sl. 2/196) from Samadar House to Anadi Sanyal's House inside Nazrul Park at Booth No.-196 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,01,913.00
WBMAD/ULB/RSM/1337/25-26 Dated 03.11.2025	The Repairing of Bituminous Road and Slab over existing surface drain (marked as sl. 3/196) Behind Lokshikha Club beside Rajwarda Gate-1 and from Aparna Sen House to Pintu Dutta's House at Booth No.-196 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 2,16,292.00
WBMAD/ULB/RSM/1338/25-26 Dated 03.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/196) Near Palan House at Booth No.-196 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality..	Rs. 4,19,962.00
WBMAD/ULB/RSM/1361/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road From H/O Harulal Mandal to H/O Sankar Mandal at in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S. Booth No.-283, (Proposal Serial No.-3), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,17,521.00
WBMAD/ULB/RSM/1362/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Upgradation of Surface Drain from H/O Swapan Sardar Towards H/O Niranjan Mondal (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 182 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 3,46,776.00
WBMAD/ULB/RSM/1363/25-26 Dated 03.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Samrat Mandal to H/O Shyamal Mandal at Biswas para in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-279 (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,63,147.00
WBMAD/ULB/RSM/1364/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Ranjit Mandal to H/O Piraj Das in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-280,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,23,118.00
WBMAD/ULB/RSM/1365/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Babu Halder to H/O Suman Barman in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-280, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,46,572.00
WBMAD/ULB/RSM/1366/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain and Earth Fillaing From H/O Gouri Halder to H/O Jhantu Boidya in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-280, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,84,929.00
WBMAD/ULB/RSM/1367/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Bacchu Ghosh to H/O Romen Mandal in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-280, (Proposal Serial No.-06), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,84,929.00
WBMAD/ULB/RSM/1368/25-26 Dated 03.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From Hazer Foot Call to H/O Bidhan Shikdar in Ward No.- 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-280, (Proposal Serial No.-07), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,38,697.00

Bid Submission end date: **27.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

ইতিহাসের বরোবুদুর বরোবুদুরের ইতিহাস

নির্মল বিশ্বাস

ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের জন্য এবার একটু স্বাদ বদল করতে পারেন ইচ্ছে করলে। এতদিন দেশের মধ্যে নানা অঞ্চলের অনেক কিছু দেখেছেন। এবার চলুন বিদেশে, সেখানে আপনি পাবেন ইতিহাসের ছোঁয়া আর ঐতিহাসিক স্থান চাক্ষুষ করবার সুযোগ। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দ্বীপ জাভা। সেখানেই রয়েছে 'বরোবুদুর স্তূপ'। তৎকালীন সময়ের সেই মন্দির বা স্তূপ-এর অতীত ইতিহাস থেকে তুলে এনে শোনালেন লেখক।

আমরা ছোটবেলায় স্কুলের পাঠ্যবইয়ে বরোবুদুর মন্দিরের কথা পড়েছি। অনেক পড়ে জানতে পারি বরোবুদুর কোনও অর্থেই মন্দির নয়। এটি হল একটি বৌদ্ধস্তূপ। এই স্তূপটি বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এর অবস্থান হল ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দ্বীপ জাভায়।

বরোবুদুরের প্রথম নির্মাণ কার্য করে শুরু হয়োছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিক মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। এখানে কোনও পাথরের গায়ে খোদাই করা কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ঐতিহাসিকদের নানা গবেষণার পর জানা গিয়েছে যে, এই বৌদ্ধস্তূপটি তৈরি হয়েছিল ৭৭৮ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়। ৮২৪ খ্রিস্টাব্দ এই স্তূপের কাজটি শেষ করেন শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যর প্রতাপশালী রাজা সমরতুঙ্গ। আর সৌধটির নকশা তৈরি করেন গুণধর নামে একজন বিখ্যাত স্থাপত্য।

তৎকালীন সময়ে মধ্য জাভায় সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং বৌধ ধর্মের মিশ্রণ চলছে। বরোবুদুরকে বলা যায় তৎকালীন হিন্দু-জাভা মিলিত শিল্পধারা ফসল। এখানে ভাস্কররা পাথরের বুকে খোদাই করে নানান ভঙ্গিমার বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেছেন। বরোবুদুর স্তূপটি একটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছে মূল স্তূপটি। আর স্তূপটিকে ঘিরে গোল হয়ে নীচের দিকে নেমে এসেছে আরও ৭২টি ছোট ছোট স্তূপ।

বরোবুদুর যখন তৈরি শুরু হয় তখন বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান পর্ব মাথাচাড়া দিয়েছে। অর্থাৎ আদি বুদ্ধবাদ রূপান্তরিত হয়েছে তান্ত্রিক বুদ্ধবাদে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদর প্রতিবাদে সূচনা হয়েছিল আদি বুদ্ধবাদে। আবার সেই কঠোর বুদ্ধবাদকে নারী, বৃদ্ধ, সুরা বা মাছ-মাংসের কোনও স্থান ছিল না। বজ্রযান সমর্থকেরা বুদ্ধের নির্বাণের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, নারী হল আসল শক্তি। নারীকে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত নির্বাণ লাভ সম্ভব। নারীর সঙ্গে যৌন মিলনই হল মোক্ষের উপায়। সে কারণে নারীদের তাঁরা বলতেন, 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'।

বরোবুদুর এই তান্ত্রিক বুদ্ধবাদের প্রভাব বেশি। কারণ, সপ্তম থেকে নবম শতকে মধ্য জাভার ওই সব অঞ্চলে বজ্রযান সমর্থকদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। বিভিন্ন পাথরের গায়ে তাই নানা ভঙ্গিতে খোদিত রয়েছে বোধিসত্ত্বের মূর্তি। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে দেবতারা তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। আবার, কোথাও খোদিত মূর্তি রয়েছে বুদ্ধ তাঁর মুকুট হস্তান্তর করছেন মৈত্রেয়ীকে। কোথাও বা রয়েছে আবার বাক্যালাপে মগ্ন রাজা শুদ্ধোধন ও রানী মায়া।

শোনা যায়, বুদ্ধদেব নাকি ৪৬৫ বার বিভিন্ন জন্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর মধ্যে ১০ বার সিংহ, ১২ বার মুরগি, ১৮ বার বানর, ৪ বার ঘোড়া, ৬ বার হাতি হয়ে এসেছেন। এসব কাহিনির কিছু কিছু প্রতিফলন রয়েছে পাথরের গায়ে।

প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, বজ্রযান সমর্থকদের চারটি প্রধান পীঠস্থান হল কাম্যাক্ষা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি এবং উদ্দীয়ান। উদ্দীয়ানকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি উদ্যান বলে উল্লেখ করেছেন। তবে কামাক্ষ্যা এবং শ্রীহট্টকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। কামাক্ষা হল অসমের গুয়াহাটির ক্যামাক্ষা মন্দির যেখানে, আর শ্রীহট্ট বলতে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটকে বোঝায়। পূর্ণগিরি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও অধিকাংশ গবেষকেরা 'পুনে' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে উদ্দীয়ানের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি কেউই। তবে ওয়াডেল সাহেবের মতে উদ্দীয়ান হল সোয়াত উপত্যকার উদ্যান। তবে তিব্বতি বিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র দাস-এর মতও তাই। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, উদ্দীয়ানের অবস্থিতি ছিল বর্তমান ওড়িশায়। অন্যদিকে, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ইঙ্গিত দিয়েছেন, উদ্দীয়ান হয়ত ছিল শ্রীলঙ্কা কিংবা অমরকন্টক পাহাড়ে। ফলে দেখা যাচ্ছে উদ্দীয়ানের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের কল্পনা সুদূর অসম থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এর অবস্থিতি খুঁজে বেড়িয়েছেন ভারতের মধ্যে। অথচ সাম-পা রচিত 'পাগা-সাম-শেন-জান' গ্রন্থে নাকি পরিস্কার উল্লেখ আছে, উদ্দীয়ানের অবস্থান ছিল এমন এক স্থানে, যেখানে তান্ত্রিক বুদ্ধবাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। এই গ্রন্থের লেখাকে প্রমাণ্য বলে ধরা হয়, তাহলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্য একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'তন্ত্র এসেছে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে অর্থাৎ 'সিদিয়া' থেকে, যা হল বর্তমান রাশিয়া।' আবার অনেক পণ্ডিতদের ধারণা, তান্ত্রিক বুদ্ধবাদের প্রথম প্রবক্তা 'অসঙ্গ'। তিনি ছিলেন গান্ধার রাজ্যের (বর্তমান আফগানিস্তান) অধিবাসী। অবশ্যই সবটাই অনুমান। এসব বক্তব্যের সঠিক কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি কেউই।

অথচ এত কাছে, বজ্রযান সমর্থকদের এত বড় ঘাঁটি মধ্য জাভায় সে কথা কারও মনে হয়নি। যদিও সেখানে গড়ে উঠেছিল বিশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ। যখন বজ্রযান সমর্থকদের ওখানে প্রতাপ তুঙ্গে। সে কারণে মনে হয় বুদ্ধের জীবনের কোনও না কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেখানে ঘটে থাকলেও থাকতে পারে এবং এই যুক্তিতে সেটাই পীঠস্থান।

বরোবুদুরের ওই এলাকা তখন একটি ক্ষুদ্র ভারত। প্রজারা সেখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধ। পূর্ব ভারত থেকে আগত অধিবাসীর সংখ্যা তখন বোধহয় জাভার অধিবাসীদের ছাপিয়ে গিয়ে থাকবে। বরোবুদুর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ওই একই সময় গড়া হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার সর্ববৃহৎ হিন্দু শিব মন্দির 'প্রাম্বানন'। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণের কাহিনির দৃশ্য খোদিত রয়েছ। আজও ওই মন্দিরটি অক্ষত। উৎসবের দিনে আজও বসে রামায়ণের পালা গানের আসর।

তন্ত্র যদি ভারতের বাইরে থেকে এসে থাকে, তা হলে সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যবর্তী ওই সময়ে উদ্দীয়ানের অবস্থিতি যে মধ্য জাভায় ছিল না, তা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন ? এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য দেওয়া যেতে পারে। তান্ত্রিক বুদ্ধবাদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার লুইপা নাকি ছিলেন উদ্দীয়ানের রাজ দরবারের একজন কেরানি। অতএব অনেকে মনে করেন উদ্দীয়ানের অবস্থিতি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ কোথাও। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, মধ্য জাভায় অধিবাসীদের মধ্যে তখন যে বহু বাঙালি ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাই, ওই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইত যারা ছিলেন তাঁরা মূলত বাঙালিরই। তাছাড়া লুইপা হয়ত রাজ দরবারের চাকরি নিয়ে মধ্য জাভায় গিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান হিন্দুদের মধ্যে আজও খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বহু বাঙালির উপাধি নজরে আসবে। কারণ এটা পরম্পরায় চলে আসছে।

বরোবুদুরের এই বৌদ্ধস্তূপটি দীর্ঘ কয়েকশো বছর মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল। শুধুমাত্র বাইরে বেরিয়ে ছিল মূল স্তূপের মাথাটি। ওই সময় সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, বরোবুদুর স্তূপ ওইটুকুই মাত্র। মাটির তলায় আরও দশগুণ লুকিয়ে আছে সে তথ্য কারও জানা ছিল না। তখন ওই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গল পরিস্কার করে মাটি সরানোর কাজ সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল। তখন ওখানে চলছিল ওলান্দাজ শাসন। এই ঘটনার পাঁচ বছর আগেই ওলন্দাজদের সঙ্গে লড়াই চলছিল ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের। মূল লড়াইটা হয়েছিল বরোবুদুরের গভীর জঙ্গলে।

স্তূপের পাশে মোনোরো পর্বতমালা। ওই পাহাড় থেকেই ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বীর দিপোনেগোরো।

একদিকে মাটি খোঁড়া চলছিল। সেই সাঙ্গে সে মাটি সরিয়ে ফেলার কাজ চলছিল। মাটি সরিয়ে ফেলতেই দেখা মেলে বিশাল স্তূপের। তবে তা অত্যন্ত শোচনীয়। চতুর্দিকে ফাটল, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। কোনও রকমে ঠেক দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ওই পুরনো ইমারতকে। বরোবুদুর ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আরও দীর্ঘ ৬৫ বছর। এরপর ১৯০১ সালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর মেরামতির কাজ প্রথম শুরু হয়। 'অ্যানাসটইলোস' পদ্ধতিতে ধ্বংশের হাত থেকে বরোবুদুরকে রক্ষা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমে পড়েন। আজ বরোবুদুর সম্পূর্ণ সুস্থ। হয়ত আরও কয়েকশো বছর নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকবে বরোবুদুর স্তূপটি।

বরোবুদুরের আসল বিস্ময় অন্যত্র। কোনও ইমারত গড়ার কাজে দুই পাথরের মাঝে সাধারণত একটি মশলা ব্যবহার করা হয়। যা পাথর দুটিকে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে। বরোবুদুরের অধিকাংশ দেওয়ালেই কিন্তু তেমন কোনও মশলা ব্যবহার করা হয়নি। প্রতিটি পাথরের চতুর্দিকে নানাবিধ খাঁজ কাটা রয়েছে। একটি পাথরের দাঁত ঠিক পিনিয়ানের মধ্যে আরেকটি পাথরের খাঁজে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই ভাবেই অভিনব এক জ্যামিতিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে এই বিশাল ইমারত। তবে কোথাও কোথাও মশলা যে নেই তা ঠিক নয়। সে মশলা খালি চোখে ধরা পড়ে না। প্রাচীন ইমারত গাঁথনির ওই মশলা যে ধরনের তা নিয়েও গবেষকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কিছু কিছু গাঁথনির মশলা আবার অনাবিস্কৃতই থেকে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্যের তালিকাভুক্ত। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। গ্রন্থের লেখক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকান্দের ছোট ভাই। আরও এই বইটির নাম 'প্রিন্সিপলস অব আর্কিটেকচার'।

মহেন্দ্রনাথের নেশা ছিল সারা বিশ্বের পুরনো ও ঐতিহাসিক ইমারতগুলি ঘুরে ঘুরে দেখা। আর দেখার মূল সুরটুকু ছিল স্থাপতরি দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই পুরনো দিনের ইমারতের নির্মাণ কৌশল নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা লিখে গিয়েছেন তিনি।

মহেন্দ্রনাথ মিশরের এজবাকিয়া অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা আরও এক ধরনের প্রাচীন গাঁথনির মশলার কথা উল্লেখ করেছেন ওই গ্রন্থে। যার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। অবশ্য এই প্রযুক্তি মিশর থেকে ভারতে এসেছে, না ভারত থেকে মিশরে গিয়েছে। সে ব্যাপারে এতদিন পরে আর কোনও সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, মহেন্দ্রনাথ যখন মিশরে গিয়েছিলেন তখন সমটা ছিল ১৮৯৮ সাল। অতএব এতদিনে মিশরের মানুষও ভুলে গিয়ে থাকবেন সেই সব পদ্ধতির কথা। তাই এই মশলার উপাদানগুলির ভাগটুকুই হল আসল। বারুদের ভাগে ভুল হলে যেমন তুবড়ি জ্বলে না। এই মশলাও ঠিক তেমনই। ভাগে ভুল হলে কোনও কিছুই জোড়া লাগে না। অতীত দিনের বরোবুদুর ঠিক কোন মশলা দিয়ে তৈরি হয়েছিল তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব এখন গবেষকদের। হয়ত এতদিনে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু যে মশলা দিয়ে তৈরি হয়ে থাক তা আজও যে আটোসাঁটো ও মজবুত তার প্রমাণ মিলেছে বরোবুদুরের বয়স থেকেই।

এক হাজার দুশো ষাট বছর পরেও বরোবুদুর এখনও টগবগে তরুণ। আধুনিক প্রযুক্তি তাকে তরুণতর করেছে। ভবিষ্যতে সভ্যতার সাক্ষী হয়ে আরও হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে সে।

বিতর্কিত মন্তব্যে বিপাকে ললন সিং, ভোটের আগেই নির্বাচন কমিশনের নোটিস ও এফআইআর

পটনা, ৪ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রচারের শেষ দিনে ফের বিতর্কে জড়ালেন জেডিইউ সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললন সিং। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও ক্লিপ ঘিরে শুরু হয়েছে প্রবল রাজনৈতিক ঝড়। ভিডিওতে তাঁর মন্তব্য নিয়ে সরব বিরোধীরা। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইতিমধ্যেই ললন সিংকে নোটিস পাঠিয়েছেন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। একই সঙ্গে পাটনা জেলা প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করেছে।

সেই ভিডিওতে ললন সিংকে সমর্থকদের উদ্দেশে বলতে শোনা যাচ্ছে- 'এক-আধজন নেতা আছেন, ভোটের দিন তাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দিও না। বাড়ির ভেতরেই আটকে রাখো। যদি খুব হাত-পা জোড়ে, তাহলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভোট দিও, তারপর বাড়ি ফিরে ঘুমোতে দিও।' বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, 'আজ থেকেই তোমরা সবাই লাগাম হাতে নাও।'

এই ভিডিওটি আরজেডি তাদের এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে লিখেছে- 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললন সিং নির্বাচনী কমিশনের গলা চেপে ধরছেন!' তিনি বলছেন, গরিব ভোটারদের বাড়ি থেকে বেরোতে না দিতে। কমিশন কি মৃত নাকি?দ দলটি দাবি করেছে, এই বক্তব্য ভোটারদের স্বাধীন ভোটাধিকার হরণের সমান, তাই কমিশনের উচিত অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

অন্যদিকে, জেডিইউ দাবি করেছে ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে এডিট করা এবং 'ভোটের আগে বিভ্রান্তি ছড়ানোর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।' দলের এক মুখপাত্রের কথায়, 'আমাদের নেতা কখনওই এমন কিছু বলেননি। বক্তব্য কেটে জোড়া দিয়ে ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে।'

ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর থেকে মঙ্গলবারই নোটিস পাঠানো হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছড়ানোর পরই রাজ্য পর্যবেক্ষক দল বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেয়।

পাটনা জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভিডিও মনিটরিং টিম ওই ক্লিপ যাচাই করে সত্যতা মেলে। এরপর ভারতীয় দণ্ডবিধি ও জন প্রতিনিধি আইন-এর প্রাসঙ্গিক ধারায় ললন সিং ওরফে রাজীব রঞ্জন সিংয়ের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মোকামা বিধানসভা আসনে জেডিইউ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনন্ত সিং। তাঁর জেলবন্দি থাকা নিয়েই ইতিমধ্যেই বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়েছে জেডিইউ। সেই প্রার্থীকে সমর্থন করেই প্রচার চালাচ্ছেন ললন সিং। এর আগেও মোকামায় রোড শো করতে গিয়ে তাঁর এবং বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরীর বিরুদ্ধে ৪৮টি গাড়ির কনভয় নিয়ে ভোটবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা হয়েছিল। সেই মামলা এখনও চলছে। দলের বক্তব্য, 'ললন সিংয়ের বিরুদ্ধে যে ভিডিও ভাইরাল করা হয়েছে, তা রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত। নির্বাচনের আগে এনডিএ-র ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বিরোধীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্বাচনের মাত্র দুই দিন আগে এই বিতর্কে পড়ায় এনডিএ শিবিরে অস্বস্তি বেড়েছে। একইসঙ্গে আরজেডি এবং মহাগঠবন্ধন শিবিরে তৈরি হয়েছে নতুন উৎসাহ। আগামী ৬ নভেম্বর প্রথম দফার ভোটে এই ঘটনার রাজনৈতিক প্রভাব কতটা পড়বে, এখন সেটাই দেখার।

'শাহাবুদ্দিন পরিবার খুনের ক্ষেত্রে গিনেস রেকর্ড করেছে, এই কলঙ্ক মুছে ফেলতে হবে'

সিওয়ানে গর্জে উঠলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

সিওয়ান, ৪ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫-এর প্রথম দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। দিনভর রাজ্যের নানা প্রান্তে তুমুল নির্বাচনী উত্তাপ। এই দিনে এনডিএ-র পক্ষে প্রচারে নামেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সিওয়ান ও রঘুনাথপুরের জনসভায় দাঁড়িয়ে তীব্র আক্রমণ শানান হিমন্ত। তাঁর অভিযোগ, আরজেডি এবং শহাবুদ্দিন পরিবারের শাসনে এই অঞ্চলে খুন-হিংসা একসময় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রঘুনাথপুরের সভায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'রঘুনাথপুরে শহাবুদ্দিন ও তাঁর পরিবার খুনের ক্ষেত্রে যেন গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছে। এই কলঙ্ক আমাদের মুছে ফেলতে হবে। এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। এ বার সবাই মিলে শহাবুদ্দিন পরিবার ও আরজেডিকে এমনভাবে পরাজিত করতে হবে, যাতে তারা আর ফিরে তাকাতে না পারে। আবারও বিহারে এনডিএ-র সরকার ফিরিয়ে আনতে হবে।'

অসমের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'যখন রামমন্দির আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখন অনেকে বলেছিলেন — লালু যাদব, মুলায়ম সিং যাদবের মতো নেতারা থাকতে রামমন্দির সম্ভব নয়। কিন্তু দেশ প্রমাণ করেছে, লালু-মুলায়ম যেমন আছে, তেমনি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহও আছেন। তাই অসম্ভব কিছুই নয়।'

'ওসামাদের শেষ করতে হবে'

হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'যখন আমাকে বলা হল রঘুনাথপুর যেতে হবে, তখন মনে হল রাম, সীতা, লক্ষ্মণের ভূমি দেখতে পাব। কিন্তু আমাকে বলা হল, সেখানে রাম-সীতা যেমন আছেন, তেমনই

ওসামাও আছে! আমি স্পষ্ট বলছি- নির্বাচনের পরে দেশে যত ওসামা বিন লাদেন আছে, তাদের এক এক করে শেষ করতে হবে। এই দেশ রাম, কৃষ্ণ, সীতার দেশ; এটা কোনোদিনও ওসামা বিন লাদেনের দেশ হতে পারে না।'

রঘুনাথপুরে শহাবুদ্দিন-পুত্র প্রার্থী

রঘুনাথপুর বিধানসভা আসন থেকে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রয়াত আরজেডি নেতা শহাবুদ্দিনের পুত্র ওসামা শহাব। তাঁকে প্রার্থী করেছে আরজেডি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর বিকাশ কুমার সিং, আর জন সুরাজ পার্টি থেকে লড়ছেন রাহুল কীর্তি।

এ দিন সিওয়ানে এনডিএ প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি বলেন, 'মোদীজি ও নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে গঠিত সরকারই বিহারের উন্নয়নকে আরও গতি দেবে। বিহারের মানুষ গত কয়েক বছরে উন্নয়নের স্বাদ পেয়েছে, তাই তাঁরা আবারও এনডিএ সরকার চান।'

সিওয়ান আসনে বিজেপির প্রার্থী রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে। তিনিই প্রথমবারের মতো বিধানসভা ভোটে লড়ছেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান আরজেডি বিধায়ক বিহারী চৌধুরী। পাশাপাশি জন সুরাজ পার্টির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইন্তেখাব আহমেদ।

সিওয়ান জেলার মোট আটটি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে ৬ নভেম্বর। ২০২০ সালের নির্বাচনে সিওয়ান, রঘুনাথপুর ও বড়হারিয়ায় জয় পেয়েছিল আরজেডি। জিরাদেই ও দারৌলি (এসসি আসন) ছিল সিপিআই (মার্কসবাদী লিবারেশন)-এর দখলে, আর মহারাজগঞ্জে জয়ী হয় কংগ্রেস। বিজেপি জিতেছিল দারৌন্দা ও গোরিয়াকাঠি আসনে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে এনডিএ-র একাধিক শীর্ষ নেতা যেমন অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা;একযোগে আরজেডি ও শহাবুদ্দিন পরিবারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, 'বিহারে ফের সন্ত্রাস ও পরিবারতন্ত্র নয়, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সরকারই চাই।'